চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৮ চৈত্র – ১৪ চৈত্র, ১৪৩১ ঃ ২২ মার্চ – ২৮ মার্চ, ২০২৫
Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 21, 22 March - 28 March, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অনুমোদন হল

এক নতুন ট্রেনের। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে এই খবর জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। জলপাইগুড়িতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী থাকতে পারেন বলে রেল সূত্রে খবর।

রবিবার : ২০১০ সালের পর দেওয়া সব ওবিসি সার্টিফিকেট

বাতিল করার নির্দেশ দেওয়ার পরেও রাজ্য সরকার সেই সার্টিফিকেট বহাল রাখায় আদালতে ক্ষমা চেয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব। এবার রাজ্য নতুন করে সমীক্ষার কথা জানালো আদালতে।

সোমবার : পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে রহস্যজনকভাবে খুন হয়ে

গেল ভারত বিরোধী জঙ্গী সংগঠন লস্কর নেতা আবু কাতাল ওরফে জিয়া উর রহমান। লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ আবুকে খুন করে এক অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার : এপিক নিয়ে নানা অভিযোগে বিদ্ধ নির্বাচন কমিশন

ঠেলায় পড়ে বদলাতে চলেছে ভোটার তথ্যভাণ্ডার রক্ষার পদ্ধতি। আগে পোর্টালে ডুপ্লিকেট এপিক বা নাম দেখা যেত রাজ্যের মধ্যে। এবার তা দেখা যাবে দেশের মধ্যে। এজন্য এক বিশেষ মাধ্যম তৈরি করছে কমিশন।

বুধবার : নানা টালবাহানা ও দীর্ঘ অপেক্ষার পর স্থায়ী উপাচার্য

পেল বিশ্বভারতী। উপাচার্য হলেন আইসিএআর–এর প্রাক্তন অধিকর্তা প্রবীর কুমার ঘোষ। স্থায়ী উপাচার্য পেয়ে খুশি বিশ্বভারতীর সকলে।

বৃহস্পতিবার : মহাকাশ স্টেশনে দীর্ঘ ৯ মাস কাটিয়ে ধরিত্রী

স্পর্শ করলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত বিজয়িনী সুনীতা উইলিয়ামস সহ ৪ মহাকাশচারী। ভারতীয় সময় গভীর রাত্রি ৩ তে ১৭ মিনিটে ফ্লোরিডা উপকূলের কাছে স্পেসএক্সের ড্রাগন ফ্রিডম ছুঁলো মেক্সিকো উপসাগরের নীল জল। সেলাম সুনীতাদের।

শুক্রবার : কলকাতা পুরসভাকে ওয়াটগঞ্জে একটি বেআইনি নির্মাণ

ভাঙার নির্দেশ দিয়ে ৯ নম্বর বরোর এক ইঞ্জিনিয়ারের হলফনামা দেখে তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দীর্ঘ বঞ্চনার বিরুদ্ধে

তীব্র আন্দোলনের ভাবনা মিড ডে মিল কর্মীদের

কল্যাণ রায়চৌধুরি

স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্পের সূচনা ভারতে নতুন নয়। এই প্রকল্প প্রথম সূচনা পরাধীন ভারতবর্ষে। ১৯২৫ সালে তৎকালীন মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে গরম খাবার দেবার জন্যে এই প্রকল্প চালু করে। ১৯৮০ সালে গুজরাট, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং পন্ডিচেরিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যাপারটা শুরু হয়। এরপর ১৯৯০ থেকে ১৯৯১ সালে গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, উত্তরপ্রদেশ সহ ১২টি রাজ্যে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিলের টাকায় মিড ডে মিল চালু হয়। সেসময় কেবলমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ এবং রাজস্থানে আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়।

এরপর ১৯৯৫ সালের ১৫ আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে ২,৪০৮ টি স্কুল ছুট আটকাতে ও পড়ুয়াদের পুষ্টি বর্ধনে প্রাইমারি স্কুলে তারা খাদ্য দেবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭–৯৮ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে সমস্ত রাজ্যে এটা কার্যকর হবে। এরপর ২০০১ সালের ২৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে রায় দান করে যে, দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কমপক্ষে ২০০ দিন দুপুরে পুষ্টিকর গরম খাদ্য দিতে হবে। এই রায়ের প্রেক্ষিতে ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন এবং সব রাজ্যকে তা ৬ মাসের মধ্যে চালু করার নির্দেশ দেয়। এআইইউটিইউসি(অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার) –এর রাজ্য সম্পাদক আশোক দাস জানান, এই নির্দেশিকার পরেই ২০০২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে মিড ডে মিল প্রকল্পের সূচনা হয়। ২০০৭–০৮ সাল শিক্ষাবর্ষ থেকে এই প্রকল্প বিস্তার ঘটিয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৩ সালে প্রকল্পটিকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় আনা হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

শিক্ষিকা, ছাত্রী বিহীন স্কুল বাড়িতে ভূতের বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী পঞ্চায়েতের অধিনস্ত উত্তর সোনাখালি গ্রামের মেয়েদেরকে পড়াশোনার জন্য যেতে হয় প্রায় ৫ কিমি দূরে। এহেন পরিস্থিতিতে এলাকার মহিলারা যাতে করে শিক্ষিত হয় এবং সমাজের মুখ উজ্জ্বল করে পাশাপাশি পড়াশোনার জন্য দূরে কোথাও যেতে না হয়, সেকারণে পাড়ার মধ্যে বিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। বিদ্যালয় তৈরির জন্য এগিয়ে আসে গ্রামের বাসিন্দারা। বিদ্যালয়ের জন্য জমিদান করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত বিশ্বাস। সেই জমিতে ২০১৬ সালে গড়ে উঠেছিল বালিকা বিদ্যালয়। নামকরণ করা হয় উত্তর সোনাখালি বালিকা বিদ্যালয়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা পড়াশোনা করতো। সেইসময় এই বালিকা বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা মণ্ডল ও বিডিও কল্লোল বিশ্বাস। বছর দুই পর স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা কমতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে শিক্ষিকারা স্কুলে আসলেও কোন ছাত্রী ছিল না। ছাত্রী সংখ্যা একেবারেই শূন্যতে নেমে আসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ওভারব্রিজের দাবি সাংসদের আশ্বাস দিলেন রেলমন্ত্রী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : দকাটোয়া শহরের বহুকাঙ্খিত রেলওয়ে ওভারব্রিজের দাবিটি আরও একবার দিল্লির দরবারে পেশ হল।এবারে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য(এম পি) ডাঃ শর্মিলা সরকারের হাত ধরে এই সংক্রান্ত একটি দাবিপত্র সরাসরি পৌঁছে গেল রেলমন্ত্রী ডঃ অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে।ডাঃ শর্মিলা সরকার কাটোয়ার রেলওয়ে ওভারব্রিজ সহ মোট সাতটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের দাবিপত্র নিয়ে বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়েছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

মন্ত্রীর আশ্বাসেও বদলায়নি বাঁধ

এগোচ্ছে সাগর, আতঙ্কে দিন কাটছে বাসিন্দাদের

সৌরভ নস্কর : নতুন করে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের সামনে নদী ভাঙনের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকার বাসিন্দারা। পূর্ণিমার কোটালের জোয়ারের তোড়ে উপকূলে আছড়ে পড়ছে বড় বড় দৈত্যাকার ঢেউ। এর ফলে কপিলমুনি মন্দিরের সামনে সমুদ্র বাঁধে ধস নেমেছে। ফের ভাঙন শুরু হয়েছে ১ নম্বর থেকে ৪ নম্বর স্নানঘাটের রাস্তায়। ক্রমশ কমছে সমুদ্র মন্দিরের দুরত্ব। প্রত্যেক পূর্ণিমা আমাবস্যার কোটালে বিপন্ন হয়ে পড়ছে কপিলমুনি মন্দির। দোল পূর্ণিমাতেও উত্তাল হয়েছে সাগর, নতুন করে ফাটল ধরেছে কংক্রিটের রাস্তায়। আসবে দুর্যোগ আর দুর্যোগের মরশুম। গত গঙ্গাসাগর মেলার আগে আপৎকালীন তৎপরতায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামতের কাজ করা হয়েছিল। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে তৈতি করা হয়েছিল অতিরিক্ত স্নানঘাট। ভাঙনের জেরে মেলার সময় ২ এবং ৪ নম্বর ঘাট পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের স্নান বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এবছর মেলার আগে ৬ জানুয়ারি প্রস্তুতি দেখতে সাগরদ্বীপে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে ২৯ ডিসেম্বর পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া সঙ্গে ছিলেন সাগরের বিচারক তথা সুন্দরবন উন্নয়ণ মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। ভাঙন দেখে সেচমন্ত্রী বলেছিলেন সাগরের বাঁধ নির্মাণে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে স্থায়ী সমাধানের জন্য শীঘ্রই প্রকল্প তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রীও দেখে যান সাগরের ভাঙন। এরপরে আড়াই মাস কেটে গেলেও খোঁজ মেলেনি সেই প্রকল্পের।

গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্নে নিয়ে মিটে যাওয়ার পর নতুন করে মাঘী পূর্ণিমা এবং দোল পূর্ণিমার কোটালের জোয়ারের প্রভাবে সমুদ্রে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। বড় বড় দৈত্যাকার ঢেউ সজোরে আঘাত করছে মাটির নদী বাঁধে। এর ফলে একটু একটু করে ভাঙন গ্রাস করছে কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গনকে। সামনেই রয়েছে দুর্যোগের মরশুম। ভাঙন মোকাবিলায় রাজ্য সরকার বিশেষ কোনো চিন্তাভাবনা না নিলে আগামী দিনে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা। দ্রুত কংক্রিটের নদী বাঁধ মেরামতের দাবি তুলছে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী তরুণ মাইতি জানান, 'প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলার সময় অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামতি করা হয়। কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলা চলে যাওয়ার পর সেই বাঁধ বেহাল হয়ে পড়ে। আমাদের দাবি সাগরদ্বীপ এবং কপিলমুনি মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসুক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার।' স্থানীয় আর এক ব্যবসায়ী দেবু দাস বলেন, 'প্রতিবছর নদী ভাঙন লেগে থাকে।

এরপর দুয়ের পাতায়

ছাব্বিশের ছক

ধর্ম ঘুঁটি

শক্তি ধর

ধার্মিক রাজনীতি না রাজনীতিতে ধর্ম, কোনটা উত্তম তা নিয়ে দেখা দিয়েছে ঘোর সংশয়। আমরা সুশাসনের উদাহরণ দিয়ে বলি রামরাজত্ব। অর্থাৎ ধার্মিক শাসন। যেখানে বঞ্চনা নেই, তঞ্চকতা নেই, শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন আছে। প্রজা কল্যাণই যেখানে শেষ কথা।

এখন যে রাজনীতিকরা বলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেলানো ঠিক নয় তারাই আবার ধর্মের মঞ্চে গিয়ে রাজনীতি করতে দ্বিধা বোধ করেন না। এভাবেই ধর্মকে বিপন্ন করে তুলেছে অবিশ্বাসী রাজনীতি। আসলে আজকের গাণিতিক গণতন্ত্রের যুগে রাজনীতি ভালোবাসে ধর্মের সংখ্যাকে। আর সেই সংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে ধর্ম চায় রাজনৈতিক বদান্যতা। এভাবেই ধর্মরাজ নয় রাজধর্মের মিশ্রনে ঘুরপাক খাচ্ছে বঙ্গবাসী। কিছুদিন স্থির থাকা শরবতে যখন ধর্ম কিছুটা থিতিয়ে নিচে পড়ে যায় তখন উপরে রাজনীতি টলটল করে। দেখে মনে হয় কি স্বচ্ছ! এই স্বচ্ছতা যখন দুর্নীতি, তোষণ, স্বজন পোষণ, অহংকার ও বাহুবলে ঘোলা হয়ে পড়ে তখন রাজনীতিকরা

মিশ্রনটিকে নাড়িয়ে দিয়ে ফের তাতে ধর্ম মিশিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা করে। এই মিশ্রণই ছাব্বিশের আগে রাজনীতির ঘুঁটি হয়ে ফিরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ।

মহারাষ্ট্র ও দিল্লির নির্বাচনে ঝড় তুলেছিল নরেন্দ্র মোদির 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' এবং যোগী আদিত্যনাথের 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' স্লোগান। এই স্লোগান মূলত হিন্দুদের জন্য হলেও শব্দে সরাসরি কোনো ধর্মের ছোঁয়া ছিল না। সে আবরণ সরে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। স্লোগান উঠেছে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই স্লোগান নাড়া দিয়েছে বার বার তোষণ, বিভাজনে জর্জরিত সংখ্যাগুরু হয়েও কুঁকড়ে থাকা রাজ্যের এক বড় জনগোষ্ঠীকে। ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পূর্ব বঙ্গের হিন্দু বিদ্বেষ, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু আস্ফালন।

এটাই এখন ছাব্বিশ যুদ্ধের হাতিয়ার। এটা অবশ্য ভারতীয় রাজনীতির পরম্পরা। এর আগেও বহুবার ধর্ম রাজনীতিকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে। এদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস রাজনীতিকরা আজকে যাই বলুক না কেন একাধিক বার মাথা নুইয়ে দিয়েছে ধর্মের কাছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করেছে দেশটাকে। আজ আর তারা হালে পানি পাচ্ছে না। তাই ছটফট করছে। আর বামেরা তো ধার্মিক ভারতবর্ষে ধর্মের থেকে দূরত্ব বাড়াতে গিয়ে বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছাব্বিশের ভোটের মঞ্চে অনেক রাজনীতিক ও ধার্মিকের মুখোশ খুলে যাবে বেআব্রু হয়ে যাবে তাদের চরিত্র।

ড্রেন আটকে গোবরে

দূষিত পরিবেশে ক্ষুব্ধ মহেশতলাবাসী

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা পুরসভার ১, ২ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন ড্রেন খাটালের গোবর জমে এলাকার পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে। ৩টি পুরসভার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেল প্রতিটা খাটাল থেকে নির্গত বিভিন্ন মোষের গোবর জমে ড্রেন উপচে পড়ছে। এর ফলে এলাকায় যেমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে সেইসঙ্গে পানীয় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। এই এলাকায় কম করে ৫০০টিরও বেশি খাটাল আছে। প্রসঙ্গত, এই সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রায় ৫ মাস আগে কলকাতা পৌরসভার এমআইসি নিষ্কাশন তারক সিং দুদিন ধরে মহেশতলা পৌরসভায় মিটিং করেছিলেন বিভিন্ন খাটালের মালিকদের নিয়ে। তিনি

ছবি : অরুণ লোধ

তখন বলেছিলেন যে এই সমস্ত গোবর কলকাতা পৌরসভার গাড়ির মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে সার তৈরির ব্যবস্থা করা হবে।। কিন্তু এতদিন হয়ে যাবার পরেও বাস্তবে কোন সমস্যারই সমাধান হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

অনুপস্থিত প্রধান–উপপ্রধান, নাজেহাল মানুষ

অরিজিৎ মণ্ডল, মথুরাপুর: পঞ্চায়েতের দীর্ঘদিন দেখা মেলে না প্রধান এবং উপপ্রধানের ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। নিত্যদিনই পঞ্চায়েতের দোরগোড়ায় হাটাহাটি করেও কোনো লাভ হচ্ছে না তাদের। মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের উত্তর লক্ষীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতে বিরোধীরা শাসক দলকে পরাজিত করে বোর্ড গঠন করে। কংগ্রেস থেকে প্রধান হন উত্তরা গায়েন ও নির্দল সমর্থিত উপপ্রধান প্রহ্লাদ হালদার। মূলত উত্তর লক্ষীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৯টা সিট যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে ৮টি, সিপিএম দখল করে ৩টি, বিজেপি দখল করে ৫টি, নির্দল দখল

লক্ষীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

করে ২টি ও কংগ্রেস ১ টি আসন দখল করে। ফলে পরবর্তী সময়ে নির্দল কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম মোট ১১ জনের সদস্য উত্তর লক্ষীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে শাসক দলকে পরাজিত করে। এলাকার মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই পঞ্চায়েতে উপস্থিত হচ্ছে না প্রধান এবং উপপ্রধান ফলেই কারোর ইনকাম সার্টিফিকেট কারোর বা লক্ষীর ভাণ্ডার আবার কারোর বার্ধক্য ভাতার জন্য অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাদের বারে বারে পঞ্চায়েতে আসলেও প্রধান–উপপ্রধানের অনুপস্থিতিতে কোন কাজই হচ্ছে না সাধারণ মানুষের। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীরাও সরব হন পঞ্চায়েতের সামনে মূলত তাদের দাবি বিরোধী দলের প্রধান–উপপ্রধান হওয়াতেই তারা উন্নয়নের কাজ করতে চায় না। তবে বিষয়টি নিয়ে উপপ্রধান প্রহ্লাদ হালদার জানান, 'মূলত পঞ্চায়েতে গিয়ে তারা কোন ধরনেরই কাজ করতে পারছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভুয়ো নথিতে বাড়ি বিক্রি গ্রেপ্তার পরিচারিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন : নকল আধার কার্ড শংসাপত্র বানিয়ে প্রবাসী অধ্যাপকের বাড়ি কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে বাড়ির পরিচারিকাকে গ্রেপ্তার করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। ধৃতের নাম চন্দনা মাহারা। শান্তিনিকেতন অ্যান্ড্রুজপল্লিতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত ইংরেজি অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র এবং দেবশ্রী মিত্রের বাড়ি। ১৯৮৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র। এই বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতো চন্দনা। বাড়ির মালিকদের মৃত্যুর পর মিত্র পদবি ব্যবহার করে নকল আধার কার্ড ও বংশের শংসাপত্র বের করে বাড়ি জমি বিক্রি করে দেয় চন্দনা। আমেরিকায় থাকতে খবর পায় বাড়ি মালিকের ছেলে সৌম্যশঙ্কর মিত্র। প্রয়াত অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ মিত্রের ছেলে সৌম্যশঙ্কর মিত্র যোগমায়াদেবী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। বাড়িতে মালির কাজ করতো বোলপুরের শ্রীনিকেতনের বাসিন্দা মন্টু মাহারা। স্ত্রী লক্ষ্মী মাহারা এই বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতো।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেনে রাখা দরকার

মোবাইল নেটওয়ার্কের পাঁচ জেনারেশন

তারবিহীন বা ওয়্যারলেস প্রযুক্তি বলতে এমন প্রযুক্তি বোঝায় যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রেরক এবং প্রাপক কোনো তার দ্বারা যুক্ত নয় বরং বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয় এদের যুক্ত করতে। তার বিহীন প্রযুক্তিতে তারের পরিবর্তে নিক (নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড) এবং রাউটার ব্যবহৃত হয়। এই প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিষেবা, ক্ষমতা এবং গ্রহণযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে ৫টি মোবাইল জেনারেশনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

◆ **১জি:** এর সূচনা হয়েছিল ১৯৮০-র দশকে। তথ্য পরিবহণের গতি ২.৪ কেবিপিএস পর্যন্ত। ভয়েস কলিং একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। এএমপিএস অ্যাডফান্স মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রথম চালু হয় আমেরিকায় ১জি মোবাইল সিস্টেমে।

◆ **২জি:** ১৯৯১ সালে ফিনল্যান্ডে প্রথম চালু হয়। জিএসএম এবং সিডিএমএ প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়। তথ্য পরিবহণের গতি ৬৪কেবিপিএস পর্যন্ত। মেসেজ বা এসএমএস এবং এমএমএস পরিষেবার সূত্রপাত। ২জি পরিষেবার কাজ করার জন্য শক্তিশালী ডিজিটাল সিগন্যালের প্রয়োজন। কোনো অঞ্চলে পরিষেবা না-থাকলে দুর্বল ডিজিটাল সিগন্যালের দরুন ২জি সিস্টেমে কাজ করা কার্যত অসম্ভব। এই সিস্টেমে জটিল ডেটা পরিবহণ (যেমন ভিডিও) সম্ভব নয়।

◆ **২.৫জি:** ২জি এবং ৩জি-র মধ্যবর্তী এক জেনারেশন হল ২.৫জি যেখানে ২জি সেলুলার প্রযুক্তি এবং জিপিআরএসের মিলিত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হত। ফোন কল, ই-মেল, ওয়েব ব্রাউজিং ইত্যাদি পরিষেবা। তথ্য পরিবহণের গতি ৬৪-১৪৪ কেবিপিএস ক্যামেরাযুক্ত মোবাইলের ব্যবহার।

◆ **৩জি:** ২০০০-এর দশকে ৩জি চালু হয়। তথ্য পরিবহণের হার ১৪৪ কেবিপিএস- ২ এমবিপিএস। স্মার্ট ফোনের ব্যবহার, ব্যাডউইথ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের গতি বৃদ্ধি, নানারকম ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন, অডিয়ো ও ভিডিও ফাইল ব্যবহার বৃদ্ধি। ৩জি সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে দ্রুততর যোগাযোগ, বড় ই-মেল পাঠানো, হাই-স্পিড ওয়েব, আরও নিরাপদ প্রযুক্তি, ভিডিও কনফারেন্সিং, ৩ডি-গেমিং, টিভি, ফোনে টিভি, ফোন (এমনকি চলমান যানেও) ইত্যাদি অন্যতম।

◆ **৪জি:** ২০০০-এর দশকের শেষের দিকে ৪জি টেকনোলজির কাজ শুরু হয়। তথ্য পরিবহণের হার ১০০ এমবিপিএস প্রযুক্তি উচ্চমানের পরিষেবা, নিরাপত্তা, উচ্চ গতিসম্পন্ন তথ্য পরিবহণ এবং বৃহদাকার মাল্টিমিডিয়া পরিষেবা প্রদানে সক্ষম। যেকোনো জায়গায় ব্যবহারকারীর ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো পরিষেবা দিতে সক্ষম। কম খরচে অধিক পরিষেবা। ৩জি সিস্টেমের থেকে বেশি তথ্য পরিবহণের হার,ব্যান্ডউইথ এবং ডাউনলোড বা আপলোডের গতি বৃদ্ধি। ৩জি-তে বোর্ডব্যান্ড ব্যবহৃত হত, ৪জি অ্যাল্টা বোর্ডব্যান্ড ব্যবহার করে ইন্টারনেট পরিষেবা দেয়।

◆ **৫জি:** উচ্চমানের পরিবহণ এবং দক্ষতা। জিবিপিএস হারে ডেটা বোর্ডকাস্টিং। নিউজ মাধ্যম, খবরের কাগজ সরাসরি টিভি প্রোগ্রাম দেখা সম্ভব (উচ্চমানের সঙ্গে)। ফোন মেমোরি বৃদ্ধি, ডায়ালিং স্পিড বৃদ্ধি, আরও স্বচ্ছ মানের অডিয়ো বা ভিডিয়ো। ইন্টাররেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া, ফোন, ভিডিও দেখা, দ্রুতগতির ইন্টারনেট ইত্যাদি পরিষেবা। আরও বেশি কার্যকর এবং আকর্ষণীয়। ৪জি এবং ৫জি উভয় ক্ষেত্রেই পকেট সুইচিং ব্যবহৃত হয়।

তীব্র আন্দোলনের ভাবনা মিড ডে মিল কর্মীদের

প্রথম পাতার পর

২০১৫ সালে সমগ্র দেশ জুড়ে এই প্রকল্প চালু হয়। এর ফলে ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার বিদ্যালয়ে প্রায় ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই খাবার পেতে শুরু করে।

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সুনন্দা পণ্ডা বলেন, 'বর্তমানে সারা দেশে রান্নার কাজে যুক্ত আছেন প্রায় ২৮ লক্ষ কর্মী। এ রাজ্যে সংখ্যাটা প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী। মূলত: স্কীমটা কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে কাজটা হয় কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ প্রয়াসে। শুরু থেকেই এদের বেতন ধার্য হয় মাসিক ১ হাজার টাকা। যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৬০০ টাকা, আর রাজ্য দেবে ৪০০ টাকা। শুরু থেকে কেন্দ্র তার নির্ধারিত ৬০০টাকা করে দিয়ে গেলেও রাজ্য কোথাও দিচ্ছে ৩০০ টাকা, কোথাও ৪০০টাকা। যখন রাজ্যে মিড ডে মিল চালু হয়, তখন রাজ্যে ছিল বামফ্রন্ট সরকার। তারাই এই গণ্ডগোলটা করে রেখেছে। তৃণমূল সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর কর্মীদের আন্দোলনের চাপে কিছুটা বাড়িয়ে বর্তমানে ২ হাজার টাকা হয়েছে কর্মীদের মাসিক ভাতা। তবে এ রাজ্যে গ্রুপ হিসাবে কাজ করার ফলে সেই ২০০০ টাকাও ভাগ হয়ে এক একজন কর্মীর মাসিক বরাদ্দ জোটে প্রায় ২০০ বা ৩০০ টাকা করে। এই সামান্য টাকায় বর্তমান বাজারে এক বেলাও ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্ভব নয়। এদিকে স্কুলে স্কুলে রান্না করা খাবার খাওয়ারও অধিকার নেই তাদের। কোথাও কোথাও সহানুভূতিশীল শিক্ষকরা তাদের খাওয়ার অনুমতি দিলেও অনেক জায়গায় তাদের অনুমতি দেন না শিক্ষকরা। এমনও বলা হয়, এই খাবার খেলে হাত কড়া দেওয়া হবে। ফলে সেসব জায়গায় কর্মীদের অভুক্ত থাকতে হয়।'

সুনন্দা পণ্ডা আরও বলেন, 'এবারের বাজেটও মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতি সীমাহীন বঞ্চনা ও অবহেলার ধারাকে অব্যহত রেখেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কর্মীরা বারবার দাবি জানালো, সরকারি কর্মকর্তারা বাদির যৌক্তকতা স্বীকার করল, কিন্তু কেন্দ্র সরকার মিড ডে মিল কর্মীদের জন্য কিছুই ঘোষণা করল না। বরং নতুন কৌশলে ২২-২৩ অর্থবর্ষে মিড ডে মিলের কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে ১২৬১ কোটি টাকা কমিয়ে দিল। ২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৮৬৭ কোটি টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি দেখালো। আসলে বাস্তবে ২২-২৩ সালে যে বরাদ্দ থাকার কথা ছিল, তা থেকেই কমিয়ে দেওয়া হল যা প্রতারণার নতুন ছক। দায় সারলো ২৪ সালের নভেম্বরে প্রাথমিকের ৭৮ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ১ টাকা ১২ পয়সা বৃদ্ধির ঘোষণা করে। মূল্যবৃদ্ধির বর্তমান বাজারে এই বৃদ্ধি বাস্তবে কাগজে-কলমের হিসেব মাত্র। এই হিসেব দিয়ে দেশের কোটি কোটি অপুষ্টিতে ভোগা হত দরিদ্র অনহার ক্লিষ্ট ছাত্রদেরও যে ধোঁকা দিতে পারা যায়, কেন্দ্র সরকার তার নিকৃষ্টতম উদাহরণ স্থাপন করল। পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনের চাপে ২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে মিড ডে মিল কর্মীদের জন্য মাত্র ৫০০ টাকা ঘোষণা অনেকটা নিষ্ঠুর পরিহাসে ভিক্ষাদান। মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় ৬০০ টাকা। দুই দশক দরে এক পয়সাও বাড়েনি। দুই সরকার মিলে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়গুলিতে মিড ডে মিল কর্মীদের ১২ মাস করে কাজ করিয়ে নেয়। বেতন দেয় ১০ মাসের। কাজটা অসাংবিধানিক, শ্রমবিরোধী, বেআইনি হলেও ২ মাস বেগার খাটিয়ে প্রাপ্ত মজুরি থেকে বঞ্চিত করে মধ্যযুগীয় অমানুষিক অত্যাচারের মত শোনালেও ১০০ জনের জন্য নিয়োগ করা হয় মাত্র ১ জন কর্মী। বেতন ২০০০ টাকা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ প্রয়াসে। তাও যথা সময়ে নয়। প্রতিমাসেও নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও পেনশন, পিএফ, অবসরকালীন ভাতা কোনওরকম সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকা এদের জন্য বরাদ্দ। ফলে বেগার খাটার ২ মাস নিজের সন্তান সহ গোটা পরিবারকে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন যাপন করতে এদেরকে বাধ্য করা হয়। এমনকী নিজের হাতে রান্না করা খাবারের অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। ছুটি নেই, পোষাক নেই, বোনাস নেই, নেই কোনও সুযোগ সুবিধা। অথচ এই গরিব মিড ডে মিল কর্মীরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সযত্নে রক্ষা করা ও স্কুল ছুট কমানোর মতন মহান কাজে ব্রতী। উপরি পাওনা হিসেবে এ রাজ্যে মিথ্যা অভিযোগ যখন তখন এই কর্মীদের বা গ্রুপকে বেআইনিভাবে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। শাসক দলের রোষানলের শিকার হয়ে অগণিত মিড ডে মিল কর্মীরা যারা এই বৃহৎ প্রকল্পকে সচল রেখেছে, তাদের পরিস্থিতি আজ অত্যন্ত সংকটজনক। এরাজ্যের জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে লড়াকু শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মীরা তাদের দাবি আদায়ে জঙ্গি আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করছে।'

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা কর ও মনোরমা হালদার বলেন, 'আমরা মনে করি, এই মিড ডে মিল প্রকল্পের কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের পরিষদকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে। প্রত্যন্ত মহিলারা আজ নিদারুণ বঞ্চনার শিকার। আমাদের দাবি সমগ্র রাজ্যগতভাবে মিড ডে মিলের কর্মীদের সম্পর্কে রাজ্য সরকার ভাবুক। কারণ তারা কাজ করিয়ে টাকা দেয়নি। ২ মাসের শ্রম আমাদের বেগার হিসেবে গেল। আমরা শিক্ষামন্ত্রী, প্রজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে অনুরোধ করেছি পুজোর সময় অন্ততঃ এককালীন কিছু টাকা দেবার জন্যে। তারা সে ব্যবস্থাও করেননি। আমাদের দাবি সরকার না মানলে আগামীদিনে যে কোনও মুহূর্তে আমরা কেরালা, কর্ণাটকের মত জঙ্গি আন্দোলন সহ কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব।'

এগোচ্ছে সাগর, আতঙ্কে দিন কাটছে বাসিন্দাদের

প্রথম পাতার পর

রাজ্য সরকার নদী ভাঙন রোধ করার জন্য প্রত্যেক বছর কোন না কোন ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু অস্থায়ী ব্যবস্থা সাময়িক সময়ের জন্য নদী ভাঙন রোধ করলেও স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধ করতে পারে না। আমরা চাই স্থায়ী সমাধান সূত্র।'

গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রমের সামনে নদী ভাঙন নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। শাসক বিরোধী একে অপরের বিরুদ্ধে নদী ভাঙন ইস্যু নিয়ে সরব বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার কনভেনার অরুনাভ দাস তিনি বলেন, 'প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলার সময় বাঁধ মেরামতের নাম করে বাজেট তৈরি করা হয়। অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামত করা হয় এবং বাকি টাকা তৃণমূলের নেতাদের পকেটে চলে যায়। তাই দিঘাতে বাঁধ নির্মাণ করে বড় বড় ঢেউ আটকে দেওয়া সম্ভব হলেও গঙ্গাসাগরে সম্ভব হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেই ভারী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ করবে উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে।' স্থানীয় বিজেপি নেতা অনুপ দাস জানান, 'সাগরদ্বীপের যে কয়েকটি মৌলিক সমস্যা আছে তার মধ্যে অন্যতম নদী ভাঙ্গন। যা করলে ভাঙ্গন মোকাবিলা করা যায় সেই জিনিসটা বাদে সব ধরনের প্রয়াস হচ্ছে। রাজনৈতিক মুনাফার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গন জিইয়ে রাখা হয়েছে।' এবিষয়ে সুন্দর বন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, 'কপিলমুনি মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্যের সেচ দপ্তর। ২০২৫ গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে বাঁধ মেরামতির কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় নতুন করে আবার নদী ভাঙন শুরু হওয়াতে চিন্তাভাবনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। নেদারল্যান্ডের প্রযুক্তির ব্যবহার করে এবার বাঁধ মেরামত করার কাজ করা হবে। ইতিমধ্যে নেদারল্যান্ড থেকে একটি প্রতিনিধি দল গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের সামনে নদী বাঁধ পরিদর্শন করে গিয়েছে, খুব শীঘ্রই নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।'

ন্যাভাল ডকইয়ার্ডে ২৪০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচি: ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ মেরামতির সংস্থা কোচির ন্যাভাল শিপ রিপেয়ার ইয়ার্ড অ্যান্ড ন্যাভাল এয়ারক্র্যাফট ইয়ার্ড বিভিন্ন ট্রেডে ২৪০ জন অ্যাপ্রেন্টিস নিচেছ। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই.টি.আই. পাশ হলে ও মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৬-২০২৫-এর হিসাবে ২১ বছরের মধ্যে।

তপশিলীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। নেওয়া হবে এই সব ট্রেডে। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেকট্রিশিয়ান, ইলেকট্রনিক মেকানিক, ফিটার, মেশিনিস্ট, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন, টার্নার, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেকট্রিক), ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, শিট মেটাল ওয়ার্কার, সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেকট্রোপ্লেটার, প্লাম্বার, শিপরাইট (উড), পেইন্টার (জেনারেল), ফাউন্ড্রিম্যান, ড্রাফটসম্যান (সিভিল), ড্রাফটসম্যান (মেকানিক), টেলর (জেনারেল), মেকানিক্যাল ডিজেল। ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিসেস আইন অনুযায়ী ১ থেকে ২ বছরের ট্রেনিং। যাঁরা আগে কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা, বে-সরকারি সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়েছেন বা, নিচেছন, তাঁরা আবেদনের যোগ্য নন। সরকারি নিয়মানুযায়ী স্টাইপেন্ড পাবেন। ট্রেনিং শুরু ২৫ জুলাই। মাধ্যমিক ও আই.টি.আইয়ের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই প্রার্থীদের পরীক্ষা বা, টেস্টের জন্য ডাকা হবে। পরীক্ষা হবে ২০ মে। ৭৫টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: ট্রেড থিওরি ৫০টি, অঙ্ক ও জেনারেল সায়েন্স ১০টি, জেনারেল নলেজ ও ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ১৫টি। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। এরপর হবে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: https://nsticalicut.dgt.gov.in পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : (১) মাধ্যমিক ও আই.টি.আই পাশের মার্কশীট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (২) আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, (৩) এখনকার তোলা ও গেজেটেড অফিসার কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রত্যয়িত করা ৩ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (১ কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে, ২ কপি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে), (৪) ও.বি.সি., তপশিলীরা দেবেন কাস্ট সার্টিফিকেট আর প্রতিবন্ধীরা দেবেন ডাক্তারি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৫) গেজেটেড অফিসারের দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত-ভরা খামের ওপর লিখবেন Apprentice Training, দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে। পৌঁছনো চাই ২৫ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায় : The Admiral Superintendent (for Officer in Charge), Apprentices Training School, Naval Ship Repair Yard and Naval Aircraft Yard Naval Base, Kochi-682004.

স্থল, নৌ ও বায়ুসেনায় অগ্নিবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী অগ্নিপথ স্কিমে অগ্নিবীর পদে কয়েক হাজার জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন বাহিনীতে আবেদনের যোগ্য: সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীর ভারতীয় স্থলবাহিনী অগ্নিপথ স্কিমে অগ্নিবীর পদে অগ্নিবীর (জেনারেল ডিউটি), অগ্নিবীর (জেনারেল ডিউটি) (উইমেন মিলিটারি পুলিশ), অগ্নিবীর (টেকনিক্যাল), অগ্নিবীর (ক্লার্ক/স্টোরকীপার টেকনিক্যাল), অগ্নিবীর (ট্রেডসম্যান) পদে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হচ্ছে।

কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি তা দেওয়া হল : অগ্নিবীর (জেনারেল ডিউটি): মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৩৩% (অতিরিক্ত বিষয় ছাড়া) নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। হাল্কা গাড়িচালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে ড্রাইভার পদের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ কেজি। অগ্নিবীর (টেকনিক্যাল): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক ও ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৪০% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। এন.আই.ও.এস. বোর্ড থেকে পাশ হলেও যোগ্য। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা ইংরিজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে অন্তত ৪০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর নিচের এইসব ট্রেডে আই.টি.আই. (২ বছরের) বা, ডিপ্লোমা (২/৩ বছরের) কোর্স পাশ হলে যোগ্য: মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, মেকানিক ডিজেল, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, টেকনিশিয়ান পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ফিটার, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, ড্রাফটসম্যান, সার্ভেয়র, জিওইনফর্মেটিক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, মেকানিক কাম অপারেটর ইলেক্ট্রিক কমিউনিকেশন সিস্টেম, ভেসেল নেভিগেটর, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স বা, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্সট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ (তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৬২) সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ (তপশিলী উপজাতি হলে ৪৮) কেজি। অগ্নিবীর ক্লার্ক / স্টোরকীপার টেকনিক্যাল আর্টস, সায়েন্স ও কমার্স শাখায় উচ চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর ও উচ চমাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। তবে উচ চমাধ্যমিকে ইংরিজি ও অঙ্ক / অ্যাকাউন্ট্যান্সি / বুক কীপিং বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ কেজি।

অগ্নিবীর ট্রেডসম্যান (মাধ্যমিক পাশ): মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে ৩৩% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ (তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৬২) সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮১ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৮ কেজি।

অগ্নিবীর ট্রেডসম্যান (ক্লাস এইট পাশ): ক্লাস এইট পাশরা প্রতিটি বিষয়ে ৩৩% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ (তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৬২) সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮১ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৮ কেজি।

অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটি (উইমেন মিলিটারি পুলিশ): মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ মেয়েরা মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৩৩% (অতিরিক্ত বিষয় ছাড়া) নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য।

হাল্কা গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২ সেমি আর উচ্চ চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈনিক বা, প্রাক্তন সমরকর্মীর মেয়েরা উচ্চ চতায় ২ সেমি, ওজনে ২কেজি ও মেধাবী খেলোয়াড়রা উচ্চচতায় ২ সেমি আর ওজনে ৫ কেজি ছাড় পাবেন।

অর্থনীতি

বাজারে আশার আলো

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে আমরা লিখেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি এর ধাক্কার জায়গা ২২৮০০ লেবেল। তার আগের সপ্তাহে বলেছিলাম এই মাসের শেষের দিকে বাজার ২৩২০০ পর্যন্ত যেতে পারে। গত সপ্তাহে এটাও বলেছিলাম বাজারকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে পারফর্ম করতে হবে। আজ এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার মূলত ব্যাঙ্কিং স্টকের ক্রমাগত উপরের দিকে যাওয়ার কারণে বাজার ২২৮০০ এর উপরে যেতে সক্ষম হয়েছে। বাজারের সামগ্রিক দিক বিচারে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্পের যে শুল্ক নীতি তার গর্জন আর বর্ষণের মধ্যে যে ফাঁকফোকর রয়েছে সেটা বাজার ডিসকাউন্ট করে নিয়েছে। কাজেই উপরের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কাঁচা তেলের দাম ও নিম্নমুখী কিন্তু সোনা- রুপোর দাম এমনভাবে বাড়ছে যেটা মধ্যবিত্তদের চিন্তার কারণ বিশেষ করে রুপো যখন প্রতি কেজিতে এক লক্ষ টাকা অতিক্রম করেছে তেমনি সোনার দামও ১০ গ্রামে ৯০ হাজার টাকার কাছাকাছি। অদ্ভুতভাবে সোনা ও রুপোর দামের যে আনুপাতিক বৃদ্ধি হওয়ার দীর্ঘ ট্র্যাডিশন রয়েছে সেটা আজ লুপ্ত। কাজেই আগামী দিনে এই বৃদ্ধি কোথায় যাচ্ছে সেটাও পরোক্ষভাবে শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করবে। আগামী সপ্তাহে ২২৫০০ থেকে ২৩২০০ এটাই আমাদের সম্ভাব্য রেঞ্জ। যদি কোনও কারণে ২২৫০০ এর নিচে বন্ধ করে তাহলে আবার সেই রেঞ্জে থাকার গল্প। তবে সোনালী আভা সব ধরনের স্টকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এটা সাময়িক না দীর্ঘস্থায়ী সেটা সময় বলবে তবে দু'হাত তুলে যে কেনাকাটা চলছে সেটা বলাই বাহুল্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

২২ মার্চ – ২৮ মার্চ, ২০২৫

মেষ রাশি : অন্যের উপর রূঢ় আচরণ না করাই শ্রেয়। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় উন্নতিতে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

প্রতিকার : কুকুর পালন করুন।

বৃষ রাশি: চাকরী ক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। তীর্থ ক্ষেত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। ধর্মে-কর্মে আগ্রহী। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। মান সম্মান বৃদ্ধি এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকলেও আরোগ্যের সম্ভাবনা। অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গরুকে খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। আর্থিক কষ্টের কিছুটা সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরী ক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার বা বদলির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : যে কোনো মাদক দ্রব্য থেকে বিরত থাকুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব এবং পদোন্নতিতে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সফলতা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনেদের সঙ্গে সুষ্ঠ সফলতার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান শিবের পঞ্চামৃত অভিষেক করুন

সিংহ রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবা মূলক কর্মে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। গুরুজনদের নিকট থেকে কোনও উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কাঁচা কয়লা সন্ধেবেলা জলে নিক্ষেপ করুন।

কন্যা রাশি : কোনো কার্যোদ্ধারে বিপত্তি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। রক্তচাপে হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সন্তানের কৃতিত্বে ঘরে খুশির বাতাবরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশ। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : ওম নমো ভাগবতে রুদ্রায় নম ১৬ বার পাঠ করুন।

তুলা রাশি : নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য স্বজনবর্গের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠুন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে দূরে বদলির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা বস্ত্র পরিধান করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা-মোকদ্দমা বা ঝামেলায় জড়াতে পারেন। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সুগন্ধি ব্যবহার করুন।

মকর রাশি : মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ পেতে পারেন। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : আপনার কাজের টেবিল পরিষ্কার রাখুন।

কুম্ভ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। স্বজনের থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি। গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা। মামলা-মোকদ্দমায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নৃত্য-গীতাদির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের জন্য আর্থিক ব্যয়বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : 'ওম শ্রীম শ্রীম সা কেতাবে নম' ১৮ বার জপ করুন।

মীন রাশি : চাকরির ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আগের তুলনায় স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসার প্রসারতা ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার দ্বারা কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ।

প্রতিকার : পোষা কুকুরের যত্ন নিন।

শব্দবার্তা ৩৩৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিবেচনাহীন ৪। মনসামঙ্গলের গান ৫। তিলক ৭। গলায় অনভিপ্রেত বোঝা ১০। ঐশ্বর্য, ধন ১১। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন রাজ্যবিশেষ।

উপর-নীচ

১। উপেক্ষা,অবহেলা ২। দুদর্শাগ্রস্থ ৩। বড় মন্দিরা ৬। শাস্ত্রোক্ত জল যা থেকে জীবের বা সর্বভূতের সৃষ্টি হয় ৮। অনবরত ৯। বিশ্বাসের অযোগ্য।

সমাধান : ৩৩৫

পাশাপাশি : ১। আকৃতি ২। প্রসাদ ৪। ধাবকা ৫। গজানন ৭। নাট ৯। রফা ১২। তবলচি ১৪। নেউল ১৫। বয়স ১৬। কাল
উপর-নীচ : ১। আয়োগ ২। প্রকাশনা ৩। দখল ৪। ধান ৬। জাহির ৮। টহল ১০। ফারনেস ১১। উদ্ভব ১২। তল ১৩। চিন্ময়।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

হেরিটেজ ভবন সংস্কারে দেরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগরের হেরিটেজ হিসাবে চিহ্নিত ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি অফিসের বেহালদশা, ভেঙ্গে পড়েছে বাড়িটির এক অংশ। দেওয়ালে জন্মেছে বিরাট বটগাছ। সংস্কারের কথা থাকলেও কাজ শুরু হয়নি। শতাব্দি প্রাচীন। রেজিস্ট্রি অফিস ভবনটিকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, একটি কোম্পানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভবনের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে সারাইয়ের কাজ করার জন্য। কাজ চলবে বলে দোকানগুলির সরানো হয়েছে। এই দোকানগুলি অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যদিও মেয়রের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছে ফুটপাতের দোকানের মালিকরা। তারা বলেন, হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু করার হলে এতদিনে হয়ে যেত। বহু মাস হয়ে গেল হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। কোনও দোকানদারকে পুনর্বাসনই দেওয়া হয়নি। উনি তখন বলেছিলেন, এটা সামান্য ঘটনা তেমন কিছু হবে না। কিন্তু দেখা গেল সব দোকানই ভাঙ্গা হয়েছে। এদিকে সামনে বর্ষাকাল আসছে, বাড়িটির ইঁট আলগা হয়ে পড়েছে, যে কোনও সময় সম্পূর্ণরূপে বাড়িটি ভেঙ্গে পড়লে মানুষের জীবন হানি ঘটতে পারে। এটি চন্দননগর দেওয়ানি কোর্ট চত্বরের পাশে, ব্যস্ততম জায়গা। সামনেই বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজ রয়েছে। ফরাসি আমলের এই রেজিস্ট্রি অফিস চন্দননগরের ঐতিহ্য।

জলসঙ্কটে ভুগছে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ২ বছর ধরে পানীয় জলের সঙ্কট চলছে একটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র সহ দুটি গ্রামের বেশ কিছু পাড়াতে। ব্লক প্রশাসনে আবেদন নিবেদন ও ডেপুটেশন দেওয়া হলেও এর সমাধান হয়নি এমনি অভিযোগ মুরারই ১নং ব্লকের ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের কনকপুর গ্রামের ১৪৮ নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, লাডুবি পাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, কনকপুর বাজার মোড়, সরকার পাড়া ও সারদুরয়ারি গ্রামের বাবুপাড়া ও কোনাইপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের। কনকপুর–ডাঙ্গাপাড়ার ১৪৮ নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কর্মীর অভিযোগ, এই কেন্দ্রের জন্য ড্রাগওয়ালের উপর টিউবওয়েল বসানো রয়েছে কিন্তু একবছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। পিএইচই দপ্তরের পাইপ লাইনের ট্যাপ আছে কিচেনে কিন্তু ২ বছর ধরে জল পড়ে না সেই ট্যাপে । পিএইচই কন্ট্রাক্টর সেখানে পাইপ লাইন ঠিক করার জন্য মাটি খুড়ে রাখে। তারপর সেখানে একটা নজেল প্রয়োজন ছিল। সেটা না লাগার ফলে ওই সেন্টারে জল আসে না। কেন্দ্র চালাতে বাড়ি থেকে জল এনে মিড–ডে–মিলের রান্না হয়। ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ পাইপ লাইনে জল আসে না ওই লাইন কাটার ফলে ওই পাড়াতে। সেখানে প্রায় শতাধিক পরিবারের বাস। লাডুবি ও ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা নিতাই ভুইমালী ও সালিম শেখরা বলে, পাইপ লাইনে জল তো আসেই

না উল্টে রিগবোর টিউবয়েলগুলি অকেজো পড়ে রয়েছে। এই পাড়ায় একটি সাবমার্সেবল বসার জন্য মঞ্জুর হয়েছিল। কী কারণে সেটা হয়নি আমরা জানি না। কনকপুর আটমাথা মোড়ে রয়েছে বাজার এবং বসতি এবং স্কুল, পাঠাগার ও পোষ্ট অফিস ও খাবার দোকান। সেখানে জল ঠিকভাবে সাপ্লাই করে না ওই কাজে দায়িত্বে থাকা অপারেটার অথচ এমন সব পয়েন্ট আছে যেখানে সবসময় জল পড়েছে অন্য পাড়ায়। ফলে এই মোড়ের লোকজনদের জল আনতে হয় নিতাই চ্যাট্টার্জির ট্রান্সফর্মা লাগোয়া তিনমাথা মোড়ের ট্যাপ থেকে। একই অবস্থা সরকার পাড়া ও সারদুয়ারি গ্রামের বাবু পাড়া, ঘোষপাড়া ও কোনাই পাড়াতে। ফলে এই বসন্তকালেই জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে এই দুটি গ্রামে। গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য আনুয়ার আলি সহ অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, এই ডুমুরগ্রাম অঞ্চলে পানীয় জলের সঙ্কট কেবলমাত্র কনকপুর ও সারদুয়ারি গ্রামে অথচ যেখানে জলের অভাব নেই সেই মলয়পুর ও বাহাদুরপুর গ্রামে জলাধার নির্মাণের কাজ সমাপ্তের পথে। অথচ কনকপুর গ্রামের জন্য জলাধার নির্মাণই হল না। জল আসে ৪ কিমি দূরের ধনঞ্জয়পুর গ্রামের দুটি সাবমার্সিবল থেকে সরাসরি পাইপ লাইনে। ফলে এই কারণে জল আসে না পাইপ লাইনে। আমাদের দাবি, কনকপুর ও সারদূয়ারী এই দুটি গ্রামকে মলয়পুর জল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হোক তার কারণ কনকপুর থেকে মলয়পুর মাঠে মাঠে মাত্র ২ কিমি দুরত্ব। গ্রামবাসী বলে, মাস চারেক আগে গ্রামবাসীরা বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারির সঙ্গে কনকপুর ও সারদুয়ারি গ্রামের জলমিশন প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় বসে সমস্য সামাধানের জন্য। সেইসময় কিছুটা পাড়ায় জল এলেও বর্তমানে জল সরবরাহের বেহালাবস্থা। ওই দুটি গ্রামের জলসঙ্কটের ঘটনা শুনে জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, এইবিষয়ে মুরারই ১নং ব্লকের বিডিওর সঙ্গে কথা বলে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

এমএলএ কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ১৯ শে মার্চ '৭৫ আলিপুর কেন্দ্রের এম এল এ ডাঃ কানাই লাল সরকার শহিদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের (বাংলা বিভাগ) সহঃ শিক্ষক শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র মালাকারকে ছাত্র ছাত্রী এবং সহঃ কর্মীদের সামনে শুধু বর্ব্বোরচিত ব্যবহার নয়, বিদ্যালয় থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। শ্রী মালাকার বিদ্যালয়ের গোড়া থেকে আজ অবধি বিনা মাহিনায় দুই বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করে চলেছেন। বিদ্যালয়টি ৭৪' এপ্রিল মাসে অনুমোদিত হয়। অনুমোদনের পর উক্ত শিক্ষককে বিতারিত করে ঐ স্থানে এম এস এ এবং কলিকাতা ১০ নং সার্কেলের এস আই নিলীমা চক্রবর্তীর প্রার্থীকে নিয়োগ করবার যে অপকৌশল চলে এই ঘটনা তারই চরম পরিনতি। এই একই উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী মনোজ কুমার মণ্ডলকেও স্কুল থেকে তাড়ানোর জন্য ভয় দেখানো হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ স্নাতক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পঃ বঃ শিক্ষা ও শিক্ষক বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক শ্রী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে এস আই নিলীমা চক্রবর্ত্তীর অপসারণ দাবী করেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় এমএলএ'র এই বর্বোরচিত ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করে বলেন এমএলএ অবিলম্বে অন্যায় স্বীকার না করলে শিক্ষক সংগঠন সমূহ চরম পর্য্যায় আন্দোলনে নামবেন।

৯ম বর্ষ, ২২ মার্চ ১৯৭৫, শনিবার, ১৭ সংখ্যা

নার্সারীর আড়ালে পোস্ত চাষ নষ্ট করল বলাগড় পুলিশ

সুব্রত মণ্ডল, খামারগাছী : বলাগড়ের সিজা কামালপুর পঞ্চায়েতের রুকেশপুর গ্রামের এসটিকেকে রোডের পাশে একটি ফুলের চারার নার্সারীতে লুকিয়ে পোস্ত চাষ চলছিল। প্রায় এক কাঠা জমি জুড়ে এই চাষ চলছিল বলে জানা যায়।

গোপন সূত্রে খবর পায় বলাগড় থানার পুলিশ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, সি আই মগরা সৌমেন বিশ্বাস বলাগড় থানার ওসি সোমদেব পাত্র বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে সেই সব পোস্ত গাছ কেটে দেয়। এই পোস্ত গাছ থেকেই তৈরি হয় আফিম।

ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে রুকেশপুর গ্রামে নার্সারীর আড়ালে দুটি জমিতে পোস্ত চাষ হচ্ছিল। পোস্ত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই পোস্তোর রস থেকেই আফিম তৈরি হয়ে যেত। তার আগেই এই অভিযান বড়সড় সাফল্য হুগলি গ্রামীণ পুলিশের।

শুশুনিয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার উত্তর বনবিভাগের অন্তর্গত ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জের উদ্যোগে ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার এন্ড নেচার অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল ফরেস্ট এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন এওয়ারেনেস ওয়ার্কশপ এন্ড ফরেস্ট ফায়ার এওয়ারেনেস উইথ মক ড্রিল। সম্প্রতি শুশুনিয়া পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। টানা ২৪ ঘণ্টা শুশুনিয়া পাহাড় আগুনের লেলিহান শিখা দাপিয়ে বেড়ানোর পর আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে বনদপ্তরের কর্মীরা। ভবিষ্যতে আগুন লাগলেও কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত তার সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব সেই নিয়েই আজ এই বিশেষ আলোচনা ও জরুরি পরিস্থিতি বা ঘটনার জন্য আগে থেকে কীভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং মানুষজন সেই পরিস্থিতিতে কিভাবে কাজ করবে তা জানাতে বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয় শুশুনিয়া পাহাড়ে। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের ডিএফও দেবাশীষ প্রধান, এডিএফও দুর্গাকান্ত ঝাঁ, ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক নির্মল দাস, শুশুনিয়া বিট অফিসার প্রদীপ সিকদার, ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার এন্ড নেচার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক স্বপ্না বরাট।

শুশুনিয়ায় হরিণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : কয়েকদিন ধরেই ছাতনার ঝুঞ্জকা গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে দেখা মিলছে হরিণের, এমনি দাবি গ্রামবাসীদের। বনদপ্তর খোঁজ চালায় ওই গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে। পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা করে বনদপ্তরের কর্মীরা। প্রত্যক্ষদর্শী বচন রায় বলেন,'এখানে বড় জঙ্গল নেই যদি শুশুনিয়া পাহাড় বা অন্য কোনও বড় জঙ্গলে ছাড়া হয় তাহলে ভালো হয়।' অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের ডিএফও দেবাশীষ প্রধান বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছায়, কিন্তু সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।'

বঙ্গ সীমান্তে বার্ড ফ্লু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড়ে থাবা বসিয়েছে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (এইচ৫এন১) বা বার্ড ফ্লু। পাকুড় থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে বীরভূম জেলার মুরারই ১নং ব্লকের গোপালপুর, রাজগ্রাম, আমভুয়া বড়ুয়া। মুরারই ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারি বলেন, ঝাড়খণ্ড থেকে হাঁস, মুরগি নিয়ে আসা গাড়িগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। মুরগি খামারে নজরদারি চলছে। এলাকার পোল্ট্রি গাড়িগুলোকে জীবানুনাশক স্প্রে করে ঢোকানো হচ্ছে। সর্তকতা বেশি প্রয়োজন বলে মত সরকারি আধিকারিকদের।

হাওড়া বাস স্ট্যান্ডে অটোরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়া বাস স্ট্যান্ড হল সমস্ত যায়গায় যোগাযোগের মাধ্যম। পাশে রয়েছে হাওড়া রেল স্টেশন। কাজেই এই বাস স্ট্যান্ড হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস স্ট্যান্ড। সেই বাস স্ট্যান্ডে দিনের পর দিন প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে অটোচালকদের দৌরাত্ম্য।

নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে বাস চালক সকলেই পড়ছে অসুবিধায়। বাঁধছে বাস চালকদের সঙ্গে অটো চালকদের বচসা।

বাস চালক থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা কেউই তাদের ভয়ে কিছু বলতে সাহস করে না। নিত্যযাত্রীদের দাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর হাতে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুক ও এই নিত্যযাত্রীদের নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করুক।

রাস্তা অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ মার্চ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা শুভেন্দু অধিকারীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে হঠে বারুইপুর। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাস্তা অবরোধ, টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ অবস্থানে শামিল হল বিজেপি বাসন্তী–ঝড়খালি রোড়ের শিবদাসী মোড় এলাকায়। রাস্তা অবরোধের ফলে বেশকিছু সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ অবরোধ ওঠে। অন্যদিকে, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে গোসাবা, কুলতলি, মগরাহাট ও জয়নগরে পালন করা হয় এই

কর্মসূচি। বিকালে জয়নগর থানার মোড়ে ধিক্কার, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অলোক হালদার, বিজেপির জয়নগর ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী সহ বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক।

সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের 'শম্ভুনগর বালাহারানী সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ মার্চ। সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠির সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয় স্বপন চক্রবর্তী নামে এক তৃণমূল কর্মী। স্থানীয় সুত্রের খবর, সমবায় সমিতির নির্বাচন উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় পরিতোষ অনুগামীদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিলেন স্বপন। অভিযোগ, সমিতি সংলগ্ন উদয়ন সংঘ ক্লাবে কাছে আচমকা ওই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিকের অনুগামী লোকজন। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় স্বপন চক্রবর্তী। অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা স্বপনকে চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও
বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এজেন্সি–র যৌথ প্রচেষ্টায়
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

রাজ্যজুড়ে স্বল্প ব্যয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রায় ১০০০টি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমানে চালু আছে।

সর্বত্র কোর্স ফি একইরকম, বেসরকারি কেন্দ্রগুলির তুলনায় অনেক কম এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও বিষয়ও অভিন্ন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুকরা আজই নিকটবর্তী যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, জেলা যুবকরণ বা নিকটবর্তী ব্লক/পৌর যুবকরণেও যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানা যাবে।

রাজ্যের সব ক-টি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই অনলাইন পরীক্ষার আওতায় চলে এসেছে। বিশ্বখ্যাত সংস্থা হিউলেট প্যাকার্ড এন্টারপ্রাইজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এইচ. পি.) এই অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়নের সমগ্র ব্যবস্থাটি পরিচালনার দায়িত্বে আছে। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের ফলে রাজ্যের সব ক-টি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমতাবিধান করা হয় এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খুব কম সময়ের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

কী শিখবেন, কত দিনে শিখবেন

কোর্স	সময়সীমা
CDTA, CDTP, CFAS, CCAD, CWD, CCST, CBM, CITA, CCHM	ছয় মাস
DDTA, DDTP, DFAS, DBCO, DITA, DMAVE, DCHM	এক বছর
ADITA, ADFAS, ADDTP	এক বছর ছয় মাস

কোর্স ফি

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের থেকে অনেক অনেক কম। কিস্তিতে কোর্স ফি দেওয়ার সুযোগ আছে।

সাফল্য

রাজ্য সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং বিশিষ্ট উদ্যোগী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে অত্যন্ত সনিষ্ঠ ও যত্নশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী চাকরির বাজারে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতেও সক্ষম হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ওয়েবসাইট www.wbyouthservices.in-এ সমস্ত অনুমোদিত যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা পাবেন। ভরতির সময় একমাত্র ওই তালিকাভুক্ত যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ভরতি হন।

যোগাযোগ করুন:
নিকটবর্তী যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অথবা জেলা যুব আধিকারিকের দপ্তরে বা সরাসরি যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, ৩২/১ বি.বা.দী. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা– ৭০০০০১

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যোগমায়া জ্যোতিষ কার্যালয় দেশ ও দশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী
ডঃ শ্রী অসিত কুমার শাস্ত্রী M.A.R.P. (Kol)
স্রষ্টাই মহান। মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ জন্মছক বিশেষজ্ঞ ও হস্তরেখা বিশারদ কোষ্ঠী বা ঠিকুজী নির্মাণ এবং সঠিক গ্রহরত্ন নির্বাচক।

জনগণের কল্যাণ সাধন, নিমিত্ত হস্তরেখা, ঠিকুজী, কোষ্ঠী প্রস্তুত ও দশা ও অন্তর্দশা বিচার করা হয়। বিবাহে যোটক বিচার, ব্যবসা, বিদ্যা, গুপ্ত শত্রু, কর্মক্ষেত্র, আর্থিক ক্ষেত্র, কালসর্পদোষ, মাঙ্গলিক দোষ ও শনির সাড়ে সাতি ইত্যাদি যে কোন জটিলতম সমস্যার সুপরামর্শ দেওয়া হয়।
চেম্বার ঃ ক্যানিং বড় হরিসভা গান্ধী কলোনী সিনেমা রোড, দঃ ২৪ পরগণা (বাজার কোলকাতার কাছে)
ফোন নং- 7864877833/9531966931
সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা
বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা

NATIONAL PUPPETRY FESTIVAL 2025
Organized by
Satya Narayan Putul Natya Sanstha
In collaboration with
Ministry of Culture, New Delhi
28th 29th & 30h MARCH 2025
Venue
Rup o Arup Mancha, Jaynagar, South 24 Pgs.
Contract : 9733537720/9064947695

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২২ মার্চ – ২৮ মার্চ, ২০২৫

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতই অগ্রদূত

ভারতের আকাশে তখন ব্রহ্মমুহূর্তের আবহাওয়া। ভোরের পাখিরা জেগে না উঠলেও রাত জেগে ছিল গুজরাটের মহাসিনা গ্রামের অধিবাসীরা, সঙ্গে বহু বিশ্ববাসী। মনের নিভৃতে প্রার্থনা ছিল সুস্থভাবে ফিরে আসুক সুনীতারা। জন্মসূত্রে ভারতীয় বলেই নয়, এর আগে আরেক ভারতীয় মহাকাশচারিণী কল্পনা চাওলার প্রত্যাবর্তন পথে প্রয়াণের সেই দৃশ্য আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সুনীতার আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গুজরাটে। অত্যন্ত সাহসী ও মেধাবী ৫৯ বছরের তরুণী সুনীতা মহাকাশ স্টেশনের কমান্ডার হয়ে ইতিমধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। মহাকাশ স্পর্শ করলেও শাশ্বত সনাতন ভাবনা থেকে তিনি দূরে সরে যাননি। ভাগবত গীতা ও গণেশ ঠাকুরের ছবি তিনি মহাকাশে নিয়ে গেছেন। সামাজিক মাধ্যমে কিছু রাজনীতি আশ্রয়ী পোস্ট দেখা গেছে সুনীতাকে ঈশ্বর কিম্বা আল্লাহ ফিরিয়ে আনেনি, এনেছে বিজ্ঞান, মন্দির মসজিদের দর্শন তিনি পাননি, ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মানব সভ্যতার এই বিজয়ের পথে অকারণে ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করার নাস্তিক মানসিকতার মধ্যে চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের বার্তা মানুষের কাছে যায় সে বোধ তারা হারিয়ে ফেলেছে।

সুনীতাদের এই মহাকাশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে অজস্র সংবাদ গণমাধ্যমে ছড়িয়ে গেছে। কীভাবে মহাকাশে কাটাতেন, দেড়শ এর ওপর গবেষণা, মধ্যাকর্ষণ শূন্য পরিবেশে তাদের জীবন বাজি রেখে বিজ্ঞান সাধনার বিষয়গুলি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানের সঙ্গে, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্যের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটে গেল সুনীতাদের এই প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে। চারটে দৈত্যাকার প্যারাসুটের মাধ্যমে মহাসাগরে সঠিক সময়ে ড্রাগন ক্যাপসুল এর সমুদ্র বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়া এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল। এ সাফল্য কোনও নির্দিষ্ট দেশের নয়, কোনও বৈজ্ঞানিক সংস্থার শুধু নয়, এ জয় বিশ্বের বিজ্ঞানী কুলের।অভিনন্দন তাদেরকে। ইতিমধ্যে আগামী দিনে মঙ্গল গ্রহ অভিযানের পরিকল্পনার ঘোষনা হয়ে গেছে। ভারতেও চন্দ্র অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ের ঘোষণা হয়েছে। এক সময় সূর্য গ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, দশমিক, শূন্য ইত্যাদি গাণিতিক ও মহাজাগতিক ব্যাখ্যা করতেন বিজ্ঞানী মুনি ঋষিরা। ইউরোপ তখন ডাইনি প্রথা, ইত্যাদি কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। একসময় জোয়ান অফ অর্ক কে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গ্যালিলিওকেও নতজানু হতে হয়েছিল। ভারতবর্ষেও সময়ের নিয়মে ক্রমে এসেছিল অন্ধকার যুগ। জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চা ব্যাহত হয়েছিল সেদিন। বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসও সঠিক ও নতুনভাবে লেখা উচিত।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

ঐ তিন রাজপুত্র একদিন ভ্রমণে গিয়ে তিনটি নদী দেখতে পেল। দুটি নদীতে জল নেই, অপর নদীটি শুস্ক। তার সকলে নদীর জল পান ক’রে তৃষ্ণা মেটাল এবং স্নান ক’রে স্নিগ্ধ হল”। অলীক এই গল্প শুনে রাজপুত্ররা কোন অসঙ্গতি বুঝতে না পেরে সত্য বলে মেনে নিল। এই সংসার অলীক হলেও অজ্ঞজনের কাছে সঙ্কল্পের দরুন সত্যরূপে প্রতীত হয়। হে রাম। তুমি সঙ্কল্পের মূলোচ্ছেদ ক’রে নির্বিকল্প আত্মজ্ঞানে শান্তি লাভ কর।

রাম বললেন, হে ব্রহ্মজ্ঞবর! সঙ্কল্পের কর্তা কে, কি ক’রে সঙ্কল্পের অপসারণ করা যায়? বশিষ্ঠ বললেন, শিশু বালকেরা যেমন মিথ্যা ভূত–প্রেত কল্পনা করে, তেমনই আত্মা অবিদ্যা প্রভাবে পূর্বকল্পিত জীবভাবের স্মরণে অহঙ্কার কল্পনা করেন। অহঙ্কার অলীক বস্তু, কারণ পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই সত্য নয়। পরমাত্মায় অহঙ্কার হয় না। ভ্রান্তদর্শীর বোধেই অহঙ্কারে অবস্থিত থাকে। সুতরাং তুমি অসত্য দৃষ্টি পরিহার করে সম্যক্ দর্শন কর। বিবেক সহায়ে সত্যাসত্য বিচারে প্রকৃত বোধসম্পন্ন হও। অসত্য বিষয়ে ভাবনা পরিত্যাগ কর। যিনি মুক্ত, তাঁতে বন্ধন কল্পনা ক’রে কেন যন্ত্রণাবিদ্ধ হও? যে আত্মতত্ত্ব অনন্ত, তিনি কখনও বদ্ধ হতে পারেন না। এক ও বহু, কল্পনাবশেই এই মিথ্যা সত্যরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। কল্পনা যখন উচ্ছিন্ন হয়, তখন সর্বময় অসীম ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। তাহলে বদ্ধই বা কে, আর মুক্তই বা কে। আত্মা কখনও শোকার্ত হন না, কিন্তু দেহ–মন আর্ত হলে আত্মায় আর্তভাব প্রতীত হয়। দেহের বিনাশে অশোক আত্মা বিচলিত হন না। আমি যখন দেহ নই, তখন দেহ থাক বা না থাক, তাতে আমি আত্মার কিই বা যায় আসে? মেঘ ও বায়ুর এবং ভ্রমর ও ফুলের যে সম্পর্ক, আত্মা ও দেহের সেই একই সম্পর্ক। মনই হল জগৎ ও শরীর, মনই হল প্রথমজ শক্তি। সেই মনের বিনাশে আত্মচৈতন্য বিনষ্ট হয় না। ঘটের মধ্যে যেমন আকাশের অবস্থান, দেহের মধ্যে আত্মার অবস্থানও ঠিক সেই রকম। ঘট ভেঙ্গে ঘটস্থ আকাশ যেমন মহাকাশে মিশে যায়, দেহের বিনাশে তেমনই দেহস্থ আত্মা পরমাত্মায় সংস্থিত হন। মনরূপ শরীর দেশ–কাল হতে অন্তর্হিত হয়ে বারবার মৃত্যুরূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

কলকাতার হলুদ ট্যাক্সি শহরের অন্যতম প্রতীকী যানবাহন, এগুলো সাধারণত অ্যাম্বাসাডর মডেলের গাড়ি, যা দীর্ঘদিন ধরে শহরের ঐতিহ্য বহন করছে, ১৯৫০-এর দশকে হিন্দুস্তান মোটরসের অ্যাম্বাসাডর গাড়িগুলো কলকাতার ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়, পুরনো ট্যাক্সিগুলো ম্যানুয়াল গিয়ার ও ডিজেল চালিত হলেও, বর্তমানে কিছু CNG বা পেট্রোলে চলে

ভারতের আর্থিক ঘোড়দৌড়ে গ্রামীণ নারী ডার্কহর্স

সুবীর পাল

‘দেশের প্রান্তিক গ্রামাঞ্চল সহ তস্য গ্রামীণ মহিলাদের জীবনে মানোন্নয়ন না ঘটালে ভারতের আর্থিক উন্নয়ণের ঘোড়দৌড় অচিরেই হাঁপিয়ে উঠবে। কথাগুলো বুধবার বলেছেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব পুরী।

কলকাতায় মঙ্গলবার ও বুধবার আয়োজিত হয়েছিল ২দিন ব্যাপী শিল্পপতিদের এক চাঁদের হাট। দেশের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত বণিকসভার পূর্বাঞ্চলীয় শাখার উদ্যোগে। এই বার্ষিক সভা এমন একটা সময়ে আহ্বান করা হয়েছিল যখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনকুবের ও বিজনেস টাইকুন তথা বিশ্বখ্যাত সমাজকর্মী বিল গেটস ভারত সফরে ছিলেন ব্যস্ত।

মাইক্রোসফটের অন্যতম এই প্রতিষ্ঠাতা ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে মিলিত হোন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গেও। এই সাক্ষাৎকার পর্বের মধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ তাঁর নিজস্ব ফেসবুক প্রোফাইলে বিল গেটসের সঙ্গে নিজস্ব বৈঠকের দুটি ছবি প্রকাশ করেন। আর তাতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন এই ধনকুবের, ভারত আজ স্থানীয়ভাবে ও বৈশ্বিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিপ্লবের অগ্রদূত হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিষেবায় ও নারীদের উন্নয়নে ভারতের ভূমিকা আজ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় একেবারে প্রথম সারিতে এনে দিয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ভারতের গ্রামীণ উন্নয়নে ও প্রান্তিক কর্মস্থানেও ব্যাপক বিস্তার ঘটে চলেছে।’

ওই বার্ষিক সভায় টেলি কনফারেন্সে যোগ দেন আইটিসি’র চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব পুরী। তাঁর বক্তব্যে বিল গেটসের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি যেন আরও একবার প্রতিফলিত হলো। সঞ্জীব পুরী দ্বিধাহীনভাবে বলেন, এটা আজ আমাদের সবাইকে মানতেই হবে যে ভারত বর্তমান বিশ্বের আর্থিক উন্নয়ণের অন্যতম প্রধান স্থপতি। ভারতের অভ্যন্তরে সেই উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি যথেষ্ট বিদ্যমান। তেমনি আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের দেশের ভূমিকা এই ইস্যুতে যথেষ্ট ঊর্ধ্বমুখী ও আশাব্যঞ্জক। ভারত আজ অর্থনৈতিকভাবে সত্যিকারের স্বনির্ভরশীল দেশ। শিল্পে, বিনিয়োগে, কৃষিকাজে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারে প্রকৃতই নতুন দিশার সৃষ্টি হয়েছে এই দেশে। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যেও আমরা আজ স্বদেশীয়ানার বিজয়রথে বসতে পেড়েছি। জিডিপি রেট লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাছে। বিদেশী মুদ্রার ভান্ডারেও বিপুল জোয়ার এসেছে। এটা আজ বলার সময় এসেছে মেক ইন ইন্ডিয়া আক্ষরিক অর্থে মেরা ভারত মহান’এর বাস্তবিক অর্থে প্রকৃত স্বভিমানের।’

তবে দেশীয় অর্থনৈতিক স্তুতির পাশাপাশি এই পোড় খাওয়া শিল্পপতি একইসঙ্গে সতর্কও করে দেন স্বদেশী অর্থনৈতিক কারবারীদের। তিনি পরিশেষে সতর্কবাণী হিসেবে উল্লেখ করেন, একটা সমাজ ব্যবস্থায় যতই আর্থিক উন্নতির প্রমাণ থাকুক না কেন, সেখানকার প্রত্যন্ত জনপদ ও সেই অঞ্চলের নারী জীবনের মান উন্নয়ণে ঘাটতি থাকলে সেই সামাজিকতায় সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি সর্বস্তরে জাগরিত হতে পারে না। এই সতর্কতার কথা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাঁর এ প্রসঙ্গে আরও সংযোজন, বর্তমানে ভারতের আর্থিক সফলতা সারা বিশ্বের কাছে অবশ্যই ঈর্ষার। কিন্তু এই আর্থিক সাফল্যের প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশের প্রতিটি কোণার সমস্ত গঞ্জে গঞ্জে প্রসারিত করতে হবে অনেক অনেক বেশি হারে। এখানে আত্মতুষ্টিতে সামান্যতম বিরামের কোনও জায়গা থাকতে পারে না। পাশাপাশি ওইসব অঞ্চলের দেশীয় নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে আপাদমস্তক সার্বিক ভাবে। এই কর্মযজ্ঞে অভাব ঘটলে বা কোনও বিচ্যুতি থেকে গেলে ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় রকমের ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই নারী ও গ্রাম, এই দুই উর্ধ্বমুখী মিশেল উন্নয়ন সূচক আজকের ভারতের কাছে সবচেয়ে বড় আভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের পরিসর।

ওই সভায় সঞ্জীব পুরী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, আরপিজি গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান শাশ্বত গোয়েঙ্কা, বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদিকের প্রেসিডেন্ট প্রাণ শর্মা প্রমুখ। তাঁরাও সমস্বরে বলেন, আজকের ডিজিটাল দুনিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নতির প্ল্যাটফর্মটাই অতি দ্রুত বদলে গেছে। নতুন সংজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর নামে। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ভারতের গ্রামাঞ্চলে কর্মযজ্ঞের দ্রুত প্রসার ঘটছে। যা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক চিত্তাকর্ষক জায়গা হয়ে উঠেছে নিশ্চিত ভাবে।

কনফিডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)–এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারম্যান শুভেন্দ্র কুমার বেহেরা এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাদের জানিয়েছেন ভারতের জিডিপিতে পূর্বাঞ্চল ১২.৭% অবদান রাখে অথচ দক্ষিণের অবদান অনেক বেশি। আমার মনে হয় আমরা যদি উপযুক্ততা এবং বৈশিক প্রতিযোগিতাকে অগ্রধিকার দিই তাহলে আমরাও ওই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ডিজিটালাইজেশন গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও উল্লেখ্য সবুজ প্রক্রিয়াগুলি গ্রহণ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া। এগুলি স্থায়ীত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকার ‘নিট জিরো এমিশানের’ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। ২০৪৭–এর মধ্যে সমস্ত যানবাহন এই আওতায় আসবে। কিন্তু যখন স্টিল শিল্পের কথা উঠছে তখন নিট জিরো করতে গেলে ২৫% পরিব্যয় বেড়ে যাবে। সরকারের ভাতা দিয়ে শিল্প তৈরিতে উৎসাহ জোগানোর কথা অনেক শিল্পপতিরা বলছেন, কিন্তু আমরা মনে হয় তেমন করা উচিত নয়। আমি বলবো, প্রথমে হয়তো একটু অসুবিধা হবে কিন্তু পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই শিল্পস্থাপনে আপনারা এগিয়ে আসুন। যেমন ব্যাটারি চালিত গাড়ি প্রথমে বাজার না নিতে পারলেও এখন কিন্তু সেটারই রমরমা চলছে।

সরকারের উচিত শিল্পকে আহ্বান করা এবং তার স্থায়ীত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করা। স্থায়ীত্ব বজায় রাখতে গেলে যা নেওয়া হচ্ছে তা আরো বেশি করে ফিরিয়ে দিতে হবে, যেমন যতটা জল আমরা ব্যবহার করছি তার বেশি পুকুর তৈরি করে দিতে হবে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে চলতে পারলে পূর্বাঞ্চল একজন নেতা হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

মোবাইলের বদলে শিশুদের ‘মাটি নিয়ে খেলা’

নিজস্ব প্রতিনিধি, মধ্যমগ্রাম: রমরমা সোশ্যাল মিডিয়া এবং মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের দাপটে যখন শিশু, কিশোর মন দিশেহারা। বলা যেতে পারে শিশুদের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে ওঠা এখন অনেকটা গল্পকথার মতো। এমন একটা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিশু কিশোরদের নিয়ে ‘ক্লে উইথ প্লে ওয়ার্কশপে’র আয়োজন করলেন বিশিষ্ট ভাস্কর সৌমেন কর। মাটি নিয়ে খেলা এই কর্মসূচি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে করে আসছেন সৌমেনবাবু। বহু স্কুল থেকে এখন সৌমেনবাবুর ডাক পড়ে ছাত্রছাত্রীদের মাটি নিয়ে খেলানোর জন্য। ইতিমধ্যে এমন অভিনব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাঁকে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মানিতও করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখন তাঁর ডাক পড়ে।

সৌমেনবাবু শিশু মনে শিল্প চেতনা বৃদ্ধির জন্য গোবরডাঙাতে গড়ে তুলেছেন বিশাল মাপের ৩এস স্টুডিও। যেখানে বিভিন্ন দেশসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পী ও শিল্প রসিক মানুষেরা ভিড় জমান। তাঁর সৃষ্টি ভাস্কর্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। বাংলার একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে সৌমেন করের প্রদর্শনী এখন দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ সহ বিভিন্ন শহরের নামী আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে সৌমেন কর জানান, ‘পশ্চিম বাংলার প্রতিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য প্লে উইথ ক্লে কর্মশালা যাতে করা যায় তার জন্য তিনি সকলকে আবেদন করবেন। এর ফলে শিশু ও কিশোররা প্রকৃতির সঙ্গে নীবিড় ভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তি কমবে। কৃত্রিম জীবনের থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে পারে।’

সৌমেন বলছিলেন, আমি শিক্ষকদের বোঝালাম শিশু কিশোরদের মনে শিল্প চেতনা আনতে গেলে খেলার ছলে যদি তাঁদের ভাস্কর্য শিল্পকে অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই শিল্প একদিন সর্বজনীন রূপ পেতে পারে। আমার কথায় বহু স্কুল রাজি হল। এরপর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুরু হল একের পর এক কর্মশালা। আনন্দের সঙ্গে খেলার ছলে ছোট ছোট শিশু, কিশোর, কিশোরী তাদের নতুন নতুন ভাবনার এক একটি প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে শুরু করল। তাদের মনে একটা প্রত্যয় দেখা দিল আমরাও পারি। আজ তার বিস্তার ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে।

২০১৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বশিক্ষা মিশনের মাধ্যমে বহু স্কুলে প্লে উইথ ক্লে শিল্প কর্মশালা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকেও এ বিষয়ে প্রভূত সাড়াও মিলেছে। ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল শিশু কিশোর একাডেমির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে মাটি নিয়ে খেলা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এদিন এই মাটি নিয়ে খেলা কর্মশালায় ৫০ জন শিশু ও কিশোর অংশ নেয়। সৌমেন করের এমন উদ্যোগকে সমাজের বিশিষ্ট জনেরা স্বাগত জানিয়েছেন।

বিজ্ঞান দিবসে এষণা পরিবারের পিতৃ তর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখটা সারা দেশে ডক্টর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের রমন এফেক্টের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ও তাঁর আবিষ্কারকে স্মরণীয় করে রাখতে সারাদেশে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে লক্ষ্যে বারাসাতের ‘এষণা’ পরিবারের প্রয়াস সারা বছরব্যাপী চলতে থাকে। আর এই এষণা পরিবারের অন্যতম প্রেরণা শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী প্রধান শিক্ষক হরিপদ দে মহাশয়ের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে এই দিনটাই এষণা পরিবারের পক্ষ থেকে সাধ্যের সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি ২৮ ফেব্রুয়ারি বারাসাত নবপল্লী সত্যভারতী বানী নিকেতন গার্লস হাই স্কুলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় দুপুর ২টো থেকে এই বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার মূলক যুক্তিভিত্তিক এক জাদু অনুষ্ঠান যুক্তিযোগের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রধান শ্রীমতি সোনালী দত্ত মহাশয়া এষণা পরিবারের হাতে একটি ফুলের গাছ তুলে দেন এবং পরে এষণা পরিবারের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রধান শিক্ষিকাকে উত্তরীয় পরিধান করানো হয় এবং হরিপদ দে মহাশয়ের লেখা ৩ টি বই উপহার হিসেবে প্রধান শিক্ষিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর বিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রী জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি সম্পর্কে উপস্থিত সকল ছাত্রীকে উদ্বুদ্ধ করে। এই ধরনের অনুষ্ঠান আরো বেশি বেশি করে বিদ্যালয়গুলিতে হওয়া উচিত বলে এষণা পরিবারের পক্ষে বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মী শিক্ষক অরিন্দম দে মনে করেন তার এই অনুষ্ঠানে যুক্তিযোগ অনুষ্ঠানকে সফল করতে তাকে সহযোগিতা করেন এষণা পরিবারের অন্যতম সদস্যা অঞ্জনা দে ছাত্র নয়ন এবং রোহিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নানারকম প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে করা দেখে এই অনুষ্ঠানকে সফল বলেই মনে করেন বিদ্যালয়ের অন্যতম একজন অভিভাবক শ্রী শেখর কাঞ্জিলাল মহাশয়। তিনি পুরো সময় ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেন এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের মতোই তিনিও এই অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার উল্লেখ করেন।

দেশ দেশান্তরে

গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিক্ষোভ

সুমন্ত ভৌমিক

গত বৃহস্পতিবার টানা ২দিন ধরে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের সিটি হলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে শহরের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। গত বুধবার ভোরে মেয়র একরেম ইমামোগলুকে তার বাসভবনে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়। একরেম ইমামোগলুকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হয়। ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় চত্বর তাকসিমের দিকে মিছিল করার জন্য ব্যারিকেড ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করা একদল যুবককে পুলিশ বাধা দেয়। আঙ্কারায় শিক্ষার্থীদের একটি প্রধান সড়ক ধরে অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। রাজধানী আঙ্কারার মেয়র ও আরেক জনপ্রিয় বিরোধী ব্যক্তিত্ব মনসুর ইয়াভাস বৃহস্পতিবার ইস্তাম্বুল সিটি হলের বাইরে সমাবেশে যোগ দেন এবং সব বিরোধী দলকে অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

জনপ্রিয় বিরোধী নেতার আটকের ঘটনা গণতন্ত্র নিয়ে তুরস্কে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এতে ইস্তাম্বুল এবং অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ দমনে মেয়রকে গ্রেপ্তারের পরপরই তুরস্ক সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শহর ও সড়কে যেকোনও বিক্ষোভ কর্মসূচি ৪দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন সমালোচকেরা। এ বিষয়টিকে বিরোধী ব্যক্তিত্ব এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের ওপর দমন করা হচ্ছে। মেয়রের

আটকের বিষয়ে এরদোয়ান অভিযোগ করেন, বিরোধীরা প্রমাণ বা আইনি যুক্তি দিয়ে অভিযোগের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা বিরোধীদলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন, আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। এরদোয়ানের ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির মুখপাত্র ওমর সেলিক বিরোধীদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার কয়েক দিন আগেই ইমামোগলুকে গ্রেপ্তার করা হল। রবিবার দলীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। দলটির নেতারা বলছেন, ইমামোগলুকে গ্রেপ্তার করা হলেও প্রাথমিক নির্বাচন পরিকল্পনা অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে। সমালোচকেরা গত বছর স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের উল্লেখযোগ্য পরাজয়ের পর এরদোয়ানের দুই দশকের বেশি সময় ধরে শাসনকাল দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন।

পানামা’র নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

গত বৃহস্পতিবার পানামা সরকার বলেছে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও পানামা খালের সুরক্ষায় তারা দৃঢ় অবস্থানে থাকবে। কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ নিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন উপায় খুঁজছেন। এ ব্যাপারে হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগনের বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলেও তা তাৎক্ষণিক কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। পানামার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যাভিয়ার মার্তিনেজ–আচা সাংবাদিকদের বলেন, ‘এসব বিবৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শুধু বলতে চাই, নিজেদের ভূখণ্ড, খাল ও সার্বভৌমত্বের সুরক্ষায় পানামা দৃঢ় অবস্থান বজায় রেখেছে। পানামার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যাভিয়ার মার্তিনেজ–আচা সাংবাদিকদের বলেন, এসব বিবৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শুধু বলতে চাই, নিজেদের ভূখণ্ড, খাল ও সার্বভৌমত্বের সুরক্ষায় পানামা দৃঢ় অবস্থান বজায় রেখেছে। হ্যাভিয়ার মার্তিনেজ–আচা আরও বলেন, পরিষ্কার করে বলছি, এ খাল পানামার মানুষের এবং তা তাদেরই থাকবে। দুই মার্কিন কর্মকর্তা এক প্রতিবেদনে বলে, পানামাতে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি বাড়াতে উপায় খোঁজার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে হোয়াইট হাউস। যুক্তরাষ্ট্র ও পানামার মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করা থেকে শুরু করে দখল করা পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়গুলো পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে।

এক দশক আগে পানামার স্বৈরশাসক ম্যানুয়েল নোরিয়েগাকে আটক করতে পানামায় অভিযান চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের অভিযোগ নোরিয়েগা মানব পাচারের দায়ে অভিযুক্ত। সম্প্রতি ট্রাম্পের পানামা খাল দখল করে নেওয়ার হুমকিকে কেন্দ্র করে আবারও যুক্তরাষ্ট্র ও পানামার মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। ট্রাম্প বলেন, প্রয়োজনে জোর করে হলেও পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নেবে যুক্তরাষ্ট্র। খালের বন্দর পরিচালনাকারী হংকংয়ের একটি কোম্পানিকে সরে যেতে চাপ দেওয়াসহ ট্রাম্পকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছে পানামা। হংকংয়ের ওই কোম্পানি কাজ করার কারণে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, আন্তমহাসাগরীয় জলপথটিতে চীন প্রভাব বিস্তার করছে। ইতিমধ্যে হংকংয়ের কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের কাছে বন্দরটি বিক্রি করে দিয়েছে। ২৫ বছরের বেশি দেশটিতে কোন মার্কিন সেনা নেই। যুক্তরাষ্ট্র পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার পর ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর সবশেষ মার্কিন সেনা পানামা ছেড়েছে। পানামা খাল নির্মাণ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

পাঠকের কলমে

‘ফুটপাথ’ তোমার দেখা নাই রে

সম্প্রতি শেষ হয়েছে কালীঘাট স্কাইওয়াকের কাজ। নতুন করে সেজে উঠেছে শক্তিপীঠ কালীঘাট। তাই স্থানীয় প্রশাসনও নিজেদের কাঁধে কিছু দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। সেগুলো হল ভবঘুরে ও রাস্তায় থাকা মানুষদের অন্যত্র রেখে আসা, পার্কিংয়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা ও যত পুরোনো দোকান যা রাস্তার দিকে ঝুঁকে আছে রাস্তা থেকে উপরে তুলে যাতায়াতের জন্য সুগম করা। তবে শেষ পদক্ষেপটির জন্য যেমন গাড়ি চলাচলে সুবিধা বেড়েছে, তেমনই অসুবিধায় পড়েছে স্থানীয়রা। পুরোনো দোকানগুলি রাস্তা থেকে তোলা হয়েছে ঠিকই তবে দোকানগুলির আয়তন একই থাকতে ফুটপাথ হয়ে পড়েছে অতিসংকীর্ণ। ফলে সাধারণ মানুষ ও সেখান থেকে যাতায়াত করতে পারছে না এবং বিকল্প হিসেবে তারা বেছে নিচ্ছে যানচলাচল রাস্তাটিকে যার ফলে পথ দুর্ঘটনার প্রবণতাও বাড়তে পারে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা চোখেও পড়ছে। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ তারা এই বিষয়ে আলোকপাত করুক এবং এই ফুটপাতের সমস্যাটির কোনো কিনারা দেখাক।

সুমিত বিশ্বাস, কালীঘাট

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

মহিষ পাচারের চেষ্টা বানচাল, ধৃত ১

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : অনেকদিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মহিষ পাচার করা হত। বেশ কয়েকবার গাড়ি ধরা পরার পর কিছুদিন যাবৎ মহিষ পাচার চক্র কিছুটা নিষ্ক্রিয় ছিল। একেবারে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে এসি শিপিং কন্টেনারের মধ্যে করে মহিষ পাচার করছিল পাচারকারীরা। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ খবর পেয়ে ১৯ মার্চ রাতে ন্যাশনাল হাইওয়ের ফাটাপুকুর টোল প্লাজার কাছে

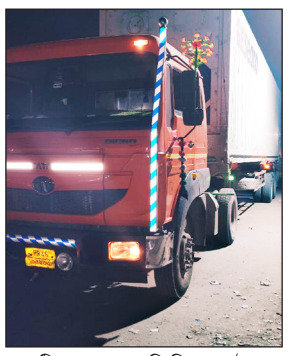

একটি নাম্বারের শিপিং কন্টেনার আটকানোর চেষ্টা করলে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপর পিছু ধাওয়া করে ফাটাপুকুর মোড়ে ধরে ধরে ফেলে পুলিশ। গাড়ি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। কন্টেনার খুলতেই দেখা যায় ভিতরে রয়েছে মহিষ। এরপর গাড়ি সহ চালককে আটক করে রাজগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর গাড়িটি বিহার থেকে আসামের দিকে ২৫টি মহিষ নিয়ে যাচ্ছিল। উপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে বাড়লো গন্ডারের সংখ্যা

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বাড়ছে তখন এক শৃঙ্গ গন্ডারেরও সংখ্যা বাড়লো উত্তরবঙ্গের অরণ্যে। পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া ন্যাশনাম পার্ক, গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক, চাপড়ামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যানচুয়ারি এবং জলপাইগুড়ি সংরক্ষিত অরণ্যে পাওয়া যায় এই এক শৃঙ্গ গন্ডার। এই গন্ডার ইতিমধ্যেই বিরল প্রজাতি হিসেবে লাল তালিকাভুক্ত। তাই বেশ কয়েকবছর ধরে শুরু হয়েছে এদের সংরক্ষণ প্রয়াস। প্রতি ২-৩ বছর অন্তর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় গন্ডার সুমারী। এবার তারই ফল প্রকাশ করল বনদপ্তর। জানানো হয়েছে, ২০২২ সালে পাওয়া ২৯২টা গন্ডার ২০২৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩১-এ। এবারও জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জে সবচেয়ে বেশি গন্ডারের উপস্থিতি ধরা পড়েছে(১৪৩)। জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জে পরে বড়োশালকুমার, সিসামারা এলাকা। তাছাড়া চিলাপাতা রেঞ্জে ৪০টা, জলদাপাড়া উত্তর রেঞ্জে ৬৩টা, জলদাপাড়া পশ্চিমে ৫৫টা ও কোদালবস্তিতে ৩৩টা গন্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই ফল প্রমাণ করছে রাজ্যে গন্ডার সংরক্ষণের কাজ সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে।

ছাত্রী বিহীন

প্রথম পাতার পর

ফলে এমনভাবে কিছুদিন কেটে যায়। অগত্যা ছাত্রী শূন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়। এরপর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে উত্তর সোনাখালি বালিকা বিদ্যালয়। বর্তমানে বন্ধ স্কুলটি ভুতুড়ে বাড়ির রূপ নিয়েছে। চারিদিকে আগাছা ভর্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকার শিক্ষা উন্নয়নের জন্য স্কুলটি পুনরায় যাতে চালু হয় সে জন্য আমরা বিভিন্ন মহলে জানিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। অন্যদিকে, এমন ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার জানিয়েছে, বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেহালা : ১৯ মার্চ জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে বেহালার এসবি পার্কে সংগৃহীত প্রাকৃতিক খাদ্য দ্রব্য উৎসব সম্পন্ন হল। এই উৎসবে প্রায় ৩০০ জন বিভিন্ন ব্লক থেকে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগণারও বেশ কিছু সংগঠন যোগদান করে। কৃষির উপর কাজ করা ৪টি সংগঠন সুন্দরবন থেকে এই উৎসবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুব্রত কুন্ডু এবং অর্ধেন্দুশেখর চ্যাটার্জি তাদের মূল বক্তব্য পেশ করেন। সংগঠনের ডিরেক্টর ডালিয়া রায় বলেন, 'আমাদের দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য বৈচিত্র অনেকটাই নির্ভর করে প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা খাদ্যের উপর। কখনো সে প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তু তারা সরাসরি গ্রহণ করে যেমন আতা, নোর, কুচ ফল, কুল, নোনা ইত্যাদি তেমনি কিছু রান্না করেও খায়। ঋতুভিত্তিক আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক খাদ্য বস্তু পাওয়া যায়। যা আমাদের জিহ্বার স্বাদ বদলের পাশাপাশি পুষ্টির গুণগত মান বাড়ায়। গ্রামীণ মহিলারা আবহমান কাল ধরে ঋতুভিত্তিক প্রাণিজ গেঁড়ি, গুগলি, কাঁকড়া, ঝিনুক, লেঠা, পুঁটি, মৌরলা সংগ্রহ করে। তেমনি শাপলা, ব্রাহ্মী, আমরুল, কুলেখাড়া ইত্যাদি অজস্র সব্জী সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে নিজেদের এবং পরিবারের পুষ্টি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য বজায় রেখে চলেছে।

ওভারব্রিজের দাবি সাংসদের

প্রথম পাতার পর

রেলমন্ত্রী সেই দাবিপত্রটি গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এম পি'র বক্তব্যও শোনেন।সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্ত অগ্রদ্বীপ স্টেশনের উন্নতিকরণ, মেমারী এবং মশাগ্রামে রেলওয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প সহ বিভিন্ন রুটে কিছু লোকাল ট্রেন বৃদ্ধি প্রভৃতি রয়েছে ওই দাবিপত্রে।তবে, এম পি'র পেশ করা ওই দাবিপত্রে উল্লিখিত প্রকল্পগুলির মধ্যে কাটোয়ার রেলওয়ে ওভারব্রিজটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে এবং এবিষয়ে রেলমন্ত্রীর কাছ থেকে যথাযথ বিবেচনা সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাসও মিলেছে।

অনুপস্থিত প্রধান-উপপ্রধান, নাজেহাল মানুষ

প্রথম পাতার পর

বিরোধীদলের উপপ্রধান ও প্রধান হওয়াতেই শাসকদলের মদতেই কোন কাজ তারা করতে পারছে না। যে কারণে তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। তাই পঞ্চায়েতে উপস্থিত হচ্ছেনা তারা।' অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার জানান, 'আমরা সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করতে রাজি থাকলেও প্রধান উপপ্রধান বিজেপির মদনপুষ্ট হয়েই উন্নয়নের ধারাকে স্তব্ধ করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এইগুলি করছে যাতে সাধারণ মানুষ হেনস্থার শিকার হয়।'

তবে বিষয়টি নিয়ে সড়ব হয়ে বিরোধীরা বিজেপির মথুরাপুর সংগঠনিক জেলার জেনারেল সেক্রেটারি অমরজ্যোতি মণ্ডল জানান, 'প্রধান উপপ্রধান বিরোধীদলের হওয়াতেই সাধারণ সভাতে যে সমস্ত কাজগুলি গ্রহণ হচ্ছে সেগুলি অর্থের মিটিং এগিয়ে বানচাল করে দিচ্ছে শাসক দল। প্রশাসন কাজ করতে চাইছে না। শাসক দল পরিকল্পিতভাবেই প্রধান উপপ্রধানকে হেনস্থা করছে এ কারণেই তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।'

তবে বিজেপি এবং তৃণমূলের এই টানা পোড়েনে এখন অচল অবস্থা মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের উত্তর লক্ষীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষ।

ভুয়ো নথিতে বাড়ি বিক্রি

প্রথম পাতার পর

সেই সুবাদে তাদের বড় মেয়ে চন্দনা মাহারার এই বাড়িতে যাতায়াত ছিল। বাড়ির মালিক সৌরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেবশ্রী মিত্রের দেখভাল করতো চন্দনা। ২০২১ সালে করোনাকালে মৃত্যু হয় দেবশ্রীর। তার মৃত্যুর পর থেকে বাড়িতে থাকত চন্দনা ও তার স্বামী। আগে উৎসব অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে সৌম্যশঙ্কর ২ বোন মধুশ্রী ও ভাস্বতী সহ শান্তিনিকেতনের এই বাড়িতে আসতেন। সৌম্যশঙ্কর আমেরিকায় গিয়ে মেয়ের কাছে বসবাস করছিলেন। চন্দনা মাহারা নিজের নামের পদবী মিত্র করে ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে। তার আগের আধার কার্ডে মাহারা পদবি রয়েছে। বোলপুর পুরসভা থেকে মিত্র পদবি নিয়ে চন্দনা মাহারা নিজেকে অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ মিত্রের একমাত্র কন্যা দাবি করে বংশধর শংসাপত্র বা ওয়ারিশ সার্টিফিকেট বের করে অ্যান্ড্রুজপল্লির বাড়িটি বিক্রি করে দেয়। জমি ও বাড়ির বর্তমান বাজারদর ১ কোটি টাকা। আমেরিকায় বসে নিজেদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে খবর পেয়ে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে সৌম্যশঙ্করের। শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। চন্দনা মাহারাকে গ্রেপ্তার করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। অধ্যাপক সৌম্যশঙ্কর মিত্র বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর চন্দনা নিজেকে আমার বাবার একমাত্র কন্যা দাবি করে বোলপুর পুরসভা থেকে ওয়ারিশন সার্টিফিকেট বের করে আমাদের বাড়ি বিক্রি করে দেয়। আমি জানতে পেরে আমার বোনকে বলি। তারপর থানায় অভিযোগ করি। ১৮ মার্চ বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

দূষিত পরিবেশে ক্ষুব্ধ মহেশতলাবাসী

প্রথম পাতার পর

১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা সত্যেন্দ্রনাথ সিং জানালেন, 'আমরা বারবার এব্যাপারে সরব হচ্ছি কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। আমরা চাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার করুক। এবং দূষিত পরিবেশকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিক। তা না হলে আগামীদিনে যে বর্ষা আসছে তখন পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আলমপুর শীতলা মন্দির সংলগ্ন বৈরাগী পাড়ার মানুষজনও ক্ষোভে ফুঁসছে। সেখানকার জনগণ জানাচ্ছেন যে এই দূষিত ড্রেনেজের ময়লা পানীয় জলের মধ্যেও মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে তার ফলে জলে দুর্গন্ধ হচ্ছে। ড্রেনের পচা আবর্জনা ড্রেন উপচে ঘরের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রবেশ করছে। বর্ষার আগেই এই পরিস্থিতির সংস্কার করা হোক।' এই প্রসঙ্গে মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান তথা মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস কে ফোন করলে, তিনি ফোনটা ধরিয়ে দেন তার পাশে বসে থাকা মহেশতলা পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের যিনি দায়িত্বে আছেন সেই পৌরপিতা তাপস হালদার কে। তাপসবাবু অবশ্য ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমরা খাটাল মালিকদের নিয়ে একটা কমিটি করে দিয়েছি। ওরা মাঝে মাঝে ড্রেনের বজ্র পদার্থ আমাদের ডাম্পিং স্টেশনে গিয়ে ফেলে আসছে। হয়তো লেবারের সমস্যা থাকতে পারে তাই হয়তো কিছু কিছু ড্রেনেজে গোবর জমে আছে, খুব শীঘ্রই সমস্ত ড্রেন সংস্কার করা হবে।' কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যে গাড়ি করে গোবর অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সার করার পরিকল্পনা ছিল সে ব্যাপারে কি হল? ওই প্রসঙ্গে তাপস বাবু বলেন, 'আসলে কলকাতার সঙ্গে দূরত্বটা অনেক, গাড়ি ভাড়া বেশি পড়ে যাবে তাই আমরা স্থানীয়ভাবেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি।' প্রসঙ্গত, তাপসবাবু যে বক্তব্য বললেন কিন্তু আমরা তিনটি ওয়ার্ডে গিয়ে যে পরিস্থিতি দেখেছি তাতে তার কথার সঙ্গে খুব একটা মিল নেই। ১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা সহ এলাকার অন্যান্য জনগণও বলছেন প্রশাসন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করুক।

শরীর নিয়ে নানা কথা

ডায়াবেটিসে সতর্কতাই প্রধান

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

সারা বিশ্বে ডায়াবেটিস এক ভয়ংকর মহামারীর আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষে এর প্রভাব একইভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। পৃথিবীতে প্রায় ৪০ কোটির ওপর মানুষ এই ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রতিবছর ডায়াবেটিসে প্রায় ১ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। ডায়াবেটিসের প্রতি সচেতনতা বাড়াবার লক্ষ্যে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস প্রতিবছর ১৪ নভেম্বর পালিত হয়। এর লক্ষ্য হল ডায়াবেটিস ঝুঁকির সম্বন্ধে লোকেদের শিক্ষিত করা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রতি সচেতন করা। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২৪ থেকে ২০২৬-এর প্রধান থিম হল 'ডায়াবেটিস এবং সুস্থতা'। এই সুস্থতার ৩ টি মূল দিক হল শারীরিক সুস্থতা, সামাজিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতা।

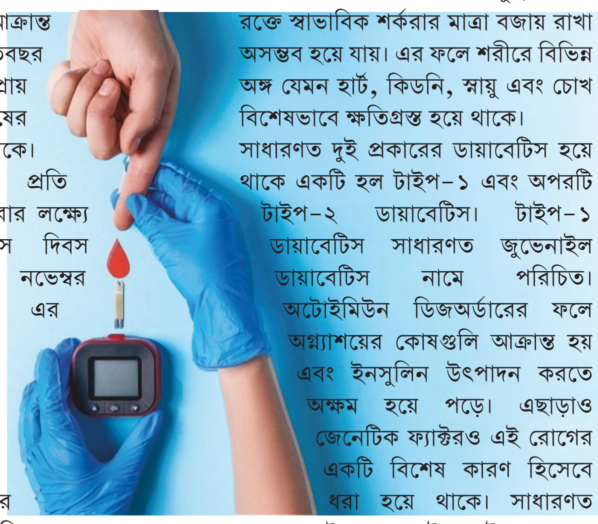

ডায়াবেটিস হল একটি দীর্ঘস্থায়ী মেটাবলিক ডিজঅর্ডার। সাধারণত অগ্ন্যাশয় দ্বারা ইনসুলিনের উৎপাদন অথবা কর্মক্ষমতার ত্রুটির কারণে ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয়। ইনসুলিনের কার্যকারিতার অভাবে শরীর সুস্থ রাখতে রক্তে স্বাভাবিক শর্করার মাত্রা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে যায়। এর ফলে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হার্ট, কিডনি, স্নায়ু এবং চোখ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

সাধারণত দুই প্রকারের ডায়াবেটিস হয়ে থাকে একটি হল টাইপ-১ এবং অপরটি টাইপ-২ ডায়াবেটিস। টাইপ-১ ডায়াবেটিস সাধারণত জুভেনাইল ডায়াবেটিস নামে পরিচিত। অটোইমিউন ডিজঅর্ডারের ফলে অগ্ন্যাশয়ের কোষগুলি আক্রান্ত হয় এবং ইনসুলিন উৎপাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এছাড়াও জেনেটিক ফ্যাক্টরও এই রোগের একটি বিশেষ কারণ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সাধারণত শৈশবকালেই এই রোগের বিকাশ হয়ে থাকে। এইসব রোগীর ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। এই কারণে এই রোগটিকে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস বলা হয়ে থাকে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস হল সেই রোগ যা আমরা সাধারণত বয়সকালে দেখতে পাই। ইনসুলিনের কম উৎপাদন বা কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে এই রোগ হয়ে থাকে। এছাড়াও ওবেসিটি, অনিয়ন্ত্রিত ডায়েট এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এই রোগটির সাথে বিশেষভাবে যুক্ত থাকে। এছাড়াও অনেক মহিলার গর্ভকালীন অবস্থায় ডায়াবেটিস দেখা যেতে পারে। একে গর্ভকালীন ডায়বেটিস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন রকম হরমোনের কারণে ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। শিশুর জন্মের পর সাধারণত আস্তে আস্তে এই রোগীরা আবার গর্ভকালীন অবস্থার আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যান।

ডায়াবেটিসের প্রধান উপসর্গগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

*পলিউরিয়া বা ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া।
*পলিডিপসিয়া বা অত্যাধিক তৃষ্ণা পাওয়া। পলিফেজিয়া অর্থাৎ অত্যাধিক ক্ষুধা পাওয়া।
*কারণ ছাড়া ওজন হ্রাস।
*অত্যাধিক ক্লান্তি।
*ঘন ঘন সংক্রমণ।
*অসাড়তার লক্ষণ।
*দৃষ্টির ঝাপসা ভাব।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে:

*নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা।
*সঠিকভাবে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধগুলি গ্রহণ করা।

Complications of Diabetes Mellitus

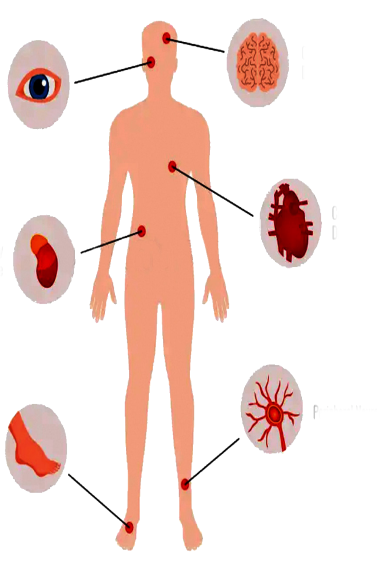

*নিয়মিত ব্লাড সুগার মনিটরিং।
*সুষম ডায়েট চার্ট অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করা।
*ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং জীবনশৈলীর পরিবর্তন।
*স্ট্রেস, ডিপ্রেশন ইত্যাদি সরিয়ে মানসিকভাবে নিজেকে সুস্থ রাখা। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম।

ডায়াবেটিস রোগ সাইলেন্ট কিলার হিসেবে সমস্ত সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তার মধ্যে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, কিডনি ডিজিজ, নিউরোপ্যাথি, রেটিনোপ্যাথি এবং বিভিন্ন প্রকার সংক্রমনের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। তাই এইসব বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে এবং নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। ডায়াবেটিসকে ভয় না করে পরিকল্পিত জীবনযাপনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা মোটেও কঠিন নয়।

PUBLIC NOTICE

Two conveyances as listed below which were seized in connection with cases initiated under the Bengal Excise Act, 1909 as amended till date and are presently lying in different Excise malkhanas under custody of the concerned Excise officers of Alipore Excise District under divisional jurisdiction of Alipore Excise Division is hereby placed before general public for factual information.

Serial Number	Conveyance registration no.	Engine No.	Chassis No.	Conveyance Model	PR/SL/Ref no. & date
1	WB 02T 2639	--	--	Honda City	TR-55/21 Dated 17.11.21
2	WB 98D 4295	--	MD626EG4231 C35648	TVS JUPITER Scooty	TR-272/23 Dated 16.10.23

Any person who has any legitimate claim of any of the above mentioned conveyance may present his/her representation with the relevant & requisite documents in support of such claim before the Additional Excise Commissioner, Alipore Excise Division, Excise Directorate, 32, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (email address: dcpreventive@gmail.com) within a period of two months from the date of issuance of this notice today (18.03.25), failing which exparte decision will be taken in connection with confiscation of the above mentioned conveyances by the competent authority as per provisions of existing rules under the Bengal Excise Act, 1909 as amended till date.

Issued in public interest.

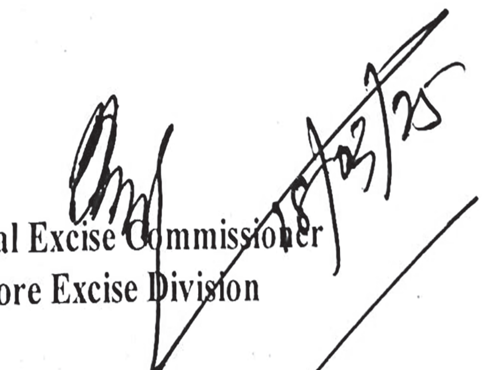

Additional Excise Commissioner
Alipore Excise Division

বাড়ি থেকে সংগৃহীত বর্জ্যের জন্য টাকা গুণতে হচ্ছে পুরবাসীকে, সমস্যায় গরিব মানুষরা

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : উলুবেড়িয়া শহরের পুরবাসীকে বাড়ি থেকে সংগৃহীত বর্জ্য অপসারণের জন্য টাকা গুণতে হচ্ছে। বাড়ির কর থেকে ময়লা ফেলার কর বেশি। এই প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জানান, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৩০ টাকা কর জমা দিতে হবে পুরসভায়। এবছর থেকেই এই টাকা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা-নেত্রী ও নাগরিকরা প্রশ্ন তুলেছেন, বাড়ি থেকে কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) নেওয়ার পরেও কেন পরিষেবা বাবদ আলাদা করে টাকা দিতে হবে? এই প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস বলেন, 'জাতীয় পরিবেশ আদালত ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশে নির্মল পরিবেশ ও নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত মানের পৌঁছে দিতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের জন্য পুরসভার সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুরসভার দেওয়া সবুজ বালতিতে পচনশীল এবং নীল বালতিতে অপচনশীল বর্জ্য জমিয়ে রাখেন পুরবাসীর পরিবারবর্গ। পুরসভার সাফাই কর্মীরা বাড়ি বাড়ি থেকে তা সংগ্রহ করে থাকেন। গত কয়েক বছর এইভাবেই চলছিল। তখন কোনও টাকা পুরবাসীকে গুণতে হত না। পুরসভা সূত্রে জানা যায়, উলুবেড়িয়া শহরে প্রায় ৭৫ হাজার পরিবার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে। উলুবেড়িয়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন,'আমি ভ্যান চালিয়ে সেই অর্থে কোনওরকমে পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে অতি কষ্টে দিনযাপন করছি। বাড়ির কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) দিয়ে থাকি। এরপরে ও আবর্জনা ফেলার জন্য মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে বছরে ৩৬০ টাকা দিতে হবে-যা আমাদের মতো গরিব মানুষের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। সরকার গরিব মানুষদের সুবিধার জন্য নানান প্রকল্প ঘোষণা করেছেন এবং তা চালুও করেছেন। তারপর পুরসভা কীভাবে এই টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? অপরদিকে নাগরিকদের একাংশ পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। সিপিএম নেতা তথা উলুবেড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন বিরোধী দল নেতা সাবির উদ্দিন মোল্লা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি জানি বাড়ি পিছু একটা কর হয়। তারপরেও আবর্জনা ফেলার জন্য টাকা! পুরসভা বাড়ি পিছু বছরে সব মিলিয়ে কত টাকা কর নিচ্ছে? এর বিরুদ্ধে আমরা খুব শীঘ্রই মানুষদের নিয়ে পুরসভার এই অনৈতিক সিদ্ধান্তে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। তৃণমূল কংগ্রেস প্রচার করছে, আমরা গরিব দরদী সরকার। এইটা গরিব দরদী সরকারের কাজের নমুনা? তিনি বলেন, পুরসভা নাগরিকদের পরিষেবা দিচ্ছে না, পরিষেবা বিক্রি করছে। গায়ের জোরে মানুষকে নানান ভয় দেখিয়ে নির্বাচনে জিতেছে, মানুষের থেকে লুটেপুটে খাবে বলে।' উলুবেড়িয়া পুরসভার ২৯নং ওয়ার্ডের বিজেপি পুরসদস্যা অঞ্জনা অধিকারী বলেন, 'উলুবেড়িয়া পৌরসভায় বিরোধীরা সংখ্যায় কম, তাই আমাদের কোনও কথাই শোনা হয় না।'

সঙ্গীতের তালে ফের নাচবে মোহরকুঞ্জের ফোয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার রবীন্দ্র সদনের বিপরীতস্থিত 'সিটিজেন্স পার্ক বর্তমান মোহরকুঞ্জে দীর্ঘ ১০বছর পর আবার জনপ্রিয় 'মিউজিক্যাল ফাউন্টেন সঙ্গীতের তালে তালে জলের অত্যাধুনিক ফোয়ারার ওঠানামার দৃষ্টিনন্দন জল-সঙ্গীত চালু হবে। ২০০৫ সালে প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায় কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক থাকাকালীন সিটিজেন্স পার্কে বিরাট জায়গাজুড়ে এই ফোয়ারা বসানো হয়। সঙ্গীতের তালে তালে আলোর ঝলকানিতে এই অত্যাধুনিক ফোয়ারা নেচে উঠবে। ২০০৫ সালের ৯ মে এই সিটিজেন্স পার্কটি চালু হয়। তখন বিকেল থেকেই রীতিমতো ভিড় লেগে যেত কেবল ফোয়ারার সঙ্গীতের তালে জল-ফোয়ারার বিশাল ওঠানামা দেখতে।

আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক হওয়ার পর পরবর্তীতে এই উদ্যানের নামকরণ হল মোহরকুঞ্জ। পরে বেশ কয়েকমাস এই ফাউন্টেন চলার পর কোনও এক অজানা কারণে বন্ধ হয়ে যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে এই ফোয়ারা – নৃত্যগীত। পরে সারাই করা হলেও আবার খারাপ হয়ে বন্ধ হয়। এবার সেই কারিগরি বিভ্রাটে বন্ধ হয়ে যাওয়া ফোয়ারা কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান ও বাগিচা দপ্তর চালু করতে চলেছে। সারাইয়ের কাজ শেষ পথে। পৌর ইঞ্জিনিয়াররা জানাচ্ছেন কিছু নজেল বদল করতে হবে। এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যিক। তবেই সন্ধ্যায় দেখা যাবে অনন্য মিউজিক্যাল ফোয়ারা।

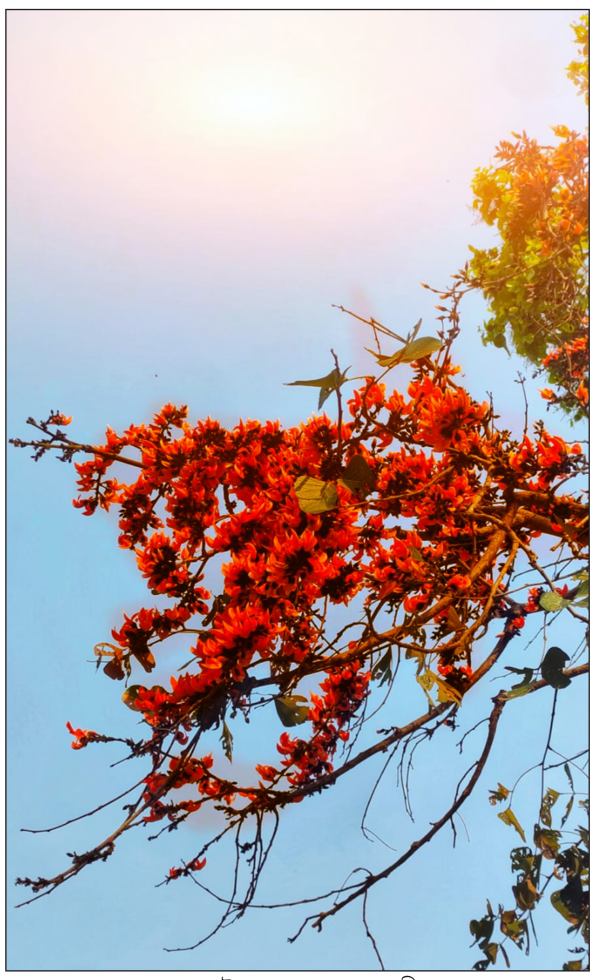

ফাগুন : আগুন লেগেছে আউসগ্রামে জঙ্গলমহলের নীল আকাশের বুকে। ছবি : সুব্রত মণ্ডল

দুবারের বেশি স্ট্যান্ড পোস্টের কল ভাঙলে কল সীল হবে

বরুণ মণ্ডল: দুবারের বেশি রাস্তার 'স্ট্যান্ড পোস্টের ট্যাপ কল ভাঙলে তা 'বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিল। পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রোধে কলকাতা পৌর এলাকাসহ রাজ্য জুড়ে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। কারণ ২০২২-২৪ সালে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎপাদন ব্যয় তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্য সরকার অপচয় বন্ধে এমন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে বলে ১০ মার্চ বিধানসভায় পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান।

'রাজ্যের পৌরসভা এলাকায় ইতিমধ্যে প্রায় ৬৪.৫ লক্ষ পরিবারে পাইপ লাইন সংযোগে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আর চলতি মার্চ মাসের মধ্যে আরও ১১.৮২ লক্ষ বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে জানিয়ে পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভা এলাকার রাস্তায় প্রায় ৭৩ হাজার স্ট্যান্ড পোস্ট আছে। কিন্তু এর মধ্যে এখনও ২,৮২৩টির মুখের ট্যাপ কলহীন আছে। সেটাও শীঘ্রই লাগিয়ে দেওয়া হবে। আর তারপর ট্যাপ কল থেকে ট্যাপ খোলা হলে সেই ট্যাপ কল সীল করা হবে।

কারণ, আমরা রাস্তায় স্ট্যান্ড পোস্টের বদলে পাইপ লাইন দিয়ে পৌর এলাকার সব বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে চাইছি। কিন্তু বেশ কিছু এলাকা ও পরিবার আছে, যেমন ভাড়াটিয়া-বাড়িওয়ালা ঝামেলা বা শরিকি কারণে অনেক বাড়িতে একটি পাইপ লাইন সংযোগ থাকায় এক ভাই আরেক ভাইকে ট্যাপ ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। আর তাদের জন্যই একরকম বাধ্য হয়েই রাস্তার ফুটপাথে স্ট্যান্ড পোস্ট রাখতে হচ্ছে। যেমন, বেহালা পূর্বের ১২১ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত রাজা রামমোহন রায় রোডের মদনমোহনতলায় তিন ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়ায় বড়ো ভাইকে বাড়ির ট্যাপ কল ব্যবহার করতে দেয় না। প্রবীণ বয়সের ব্যক্তি ব্যস্ততর রাস্তার এপার থেকে ওপারে গিয়ে রাস্তার কল ব্যবহার করছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এনাদের জন্যই রাস্তায় ট্যাপ কল রাখতে হয়। তবে বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে স্ট্যান্ড পোস্টের ট্যাপ কল লাগিয়ে দিলেও তা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বা খুলে নিচ্ছে। এমন যদি কোথাও পরপর দুবার বা তার বেশি হয়, তবে সেখানে ওই স্ট্যান্ড পোস্টটাই বন্ধ করে দেওয়া হবে। প্রশ্ন হল, যারা কলটি ব্যবহার করছে, তারা কেন দায়িত্ব নিয়ে ট্যাপ কলের চাবি রক্ষা করবে না, সে প্রশ্নই উঠে আসছে। কলের ট্যাপ ভেঙে গেলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পয়সা দিয়ে ট্যাপ কল লাগাতে তো পারে। পৌরসভা তো একাধিক বার কল লাগিয়ে দিয়েছে।

ছবি : প্রিয়া দাস

কলকাতার রাস্তায় থুতু ফেললে এবার জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তায় যেখানে সেখানে প্রস্রাব করলে, পান, গুটখার থুতু ফেললে এবার ১,০০০-৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা গুণতে হতে পারে। সমাজ মাধ্যমে কলকাতা পুলিশ পোস্ট করে কলকাতাবাসীকে সতর্ক করেছে। বলা হয়েছে, বাস বা যেকোনও যানবাহন থেকে যদি কেউ থুতু ফেলেন তাকে জরিমানা দিতে হবে। প্রথমবার ধরা পড়লে ১,০০০ টাকা জরিমানা গুণতে হবে। আর দ্বিতীয়বার একই কাজ করলে তখন ৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। এদিকে, বেহালার শকুন্তলা পার্কের স্থায়ী বাসিন্দা এক প্রাক্তন ডব্লুবিসিএস অফিসার কলকাতা পুলিশকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, 'কলকাতার রাস্তার কী কেবল কলকাতাবাসীরা যাতায়াত করে না কী? কলকাতা পৌর এলাকার পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষজন কী কলকাতা পৌর এলাকায় কাজেকর্মে আসেন না? না কী কলকাতাবাসী কেবল পান, গুটখা খায় আর কলকাতার রাস্তায় থুতু ফেলে?

হেরিটেজ ভবনের সামনে এবার নীল ফলক বসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরীর সৌন্দর্য এবং গরিমা কিছুতেই সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয় না, যদি না তাঁর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যগুলির সঠিক যত্ন সঙ্গে সংরক্ষণ হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব এলাকাধীন সমস্ত ঐতিহ্যশালী গঠন ও বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়দায়িত্ব রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ ও ঐতিহ্য দপ্তরের।

কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০-র ৪২৫ নম্বর ধারানুসারে ১, ২-এ, ২-বি, ৩ এবং কিছু অনির্ধারিত শ্রেণির গ্রেড বিন্যাস মিলিয়ে মোট ১,৩৯২টি ভবনকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণা করেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ ও ঐতিহ্য দপ্তর এবিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ঐতিহ্য রক্ষাকারী নিয়মনীতি অনুসারে ঐতিহ্যশালী তালিকাভুক্ত সমস্ত ভবনের সঠিক সংরক্ষণ তারা করবেই।

ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবনগুলি সংরক্ষণ ভার যেহেতু সম্পত্তির মালিকদের ওপরেই থাকে, কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে আইন মোতাবেক বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন : গ্রেড-১ ভবনগুলির ক্ষেত্রে সম্পত্তি করে ছাড় দেওয়া হয়। গ্রেড-২এ ভবনগুলির জন্য পাশাপাশিভাবে থাকা বাড়িকে বর্ধিত করার অনুমোদন দেওয়া হয়। গ্রেড-২বি ভবনগুলির পাশাপাশি ও লম্বালম্বি ভাবে থাকা বাড়িকে বর্ধিত করার অনুমোদন দেওয়া হয়। এবং গ্রেড-৩ ক্ষেত্রে অবশ্য ঐতিহ্যমণ্ডিত বিষয়বস্তু গুলোতে অপরিবর্তনীয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। এইসব বাড়ির মালিকদের উৎসাহিত করার জন্য টিডিসি এবং ডিআরসি ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলিকে নিয়ে ক্রমাগত গবেষণা ও পর্যালোচনা করা হয়।

এছাড়াও পৌর ঐতিহ্য দপ্তর ইতিমধ্যে সমস্ত হেরিটেজ ভবনের একটা ঐতিহ্য মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছে। সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যমূল্য অনুসারেই ভবনগুলির গ্রেড নির্ধারিত হবে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রেড নির্ধারণ হয়নি, এমন সমস্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবনের ক্ষেত্রেই এই প্রথা কার্যকর হবে। পৌর ঐতিহ্য দপ্তর কলকাতা পৌর এলাকার সকল ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য সবসময়েই সজাগ ও সতর্ক থাকে। 'হেরিটেজ কনসার্ভেশন কমিটির নির্দেশিকা মেনে শেষ একবছরে ঐতিহ্য দপ্তর ২২টি ঐতিহ্যশালী ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ তথা সংরক্ষণের বিষয় সমাধান করতে পেরেছে। কলকাতা পৌর এলাকার পৌরবাসীদের ঐতিহ্যশালী ভবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পৌর ঐতিহ্য দপ্তর আরও ৫০০ টি গ্রেড-১ হেরিটেজ ভবনের সামনে নীল ফলক লাগানোর ব্যবস্থা করেছে।

অসম্মান: নেতাজী নগর রাণীদিঘী জলাশয়ের ধারে অবহেলায় পড়ে রয়েছে দেবীমূর্তি। ছবি : সুমন সরদার

দুষ্টুমিষ্টি : যেও না দাঁড়াও বন্ধু। খুনসুটিতে মজগুল বানর-কুকুর।

জোকাতেও এবার ইউএএ পদ্ধতি আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমান কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নম্বর ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ অর্থাৎ পূর্বতন জোকা-১ এবং জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১২ সালে কলকাতা পৌরসংস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর স্থাবর সম্পত্তি কর(প্রপার্টি ট্যাক্স) আদায়ের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টার থেকে এই জোকা এলাকার সম্পত্তির বার্ষিক আদায়যোগ্য ভাড়া হিসেবে ধরে মূল্যায়ন করা আরম্ভ হয়। বর্তমানে জোকা অঞ্চলের ২০২৪সালের নভেম্বরের হিসাবে মোট অ্যাসেসির সংখ্যা কমবেশি ৩৫ হাজার। এখনও যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি করের আওতায় আসেনি, সেগুলোকে সম্পত্তি করের আওতায় আনতে পৌর অ্যাসেসি ও কালেকশন দপ্তরের কর্মীরা নিরলস কাজ করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে করদাতাদের নাম নথিভুক্তকরণে (মিউটেশন) উৎসাহিত করার জন্য ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ ওয়ার্ডে শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এই তিনটি ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধিদের এব্যাপারে সহযোগিতা করতে আবেদন জানানো হয়েছে। এবং মেয়র পারিষদদের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টার থেকে ওই ৩টি ওয়ার্ডের 'সাধারণ পুনর্মূল্যায়নের কাজ আরম্ভ হয়, যেটি এখন প্রায় শেষের পর্যায়ে।

এদিকে জোকা অঞ্চলের ১৪২-১৪৪ এই তিন ওয়ার্ডে ইউনিট এরিয়া মূল্যায়ন পদ্ধতি আরম্ভ করার উদ্দেশ্য কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদের অনুমোদন নিয়ে 'মিউনিসিপ্যাল ভ্যালুয়েশন' কমিটি গঠন করার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। জোকা অঞ্চল 'ইউনিট এরিয়া মূল্যায়ন পদ্ধতির' আওতায় এলে স্থাবর সম্পত্তি করদাতারা নিজেরাই নিজেদের সম্পত্তির মূল্যায়ন করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে এর ফলে আগামীদিনে পৌর রাজস্ব আদায় অনেকটাই বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হবে।

দুর্গন্ধ : আখড়া রেল স্টেশনের ২নং প্লাটফর্মের লাগোয়া পুকুর পানা আবর্জনায় ভরপুর, মশার দাপটে যাত্রীরা নাজেহাল। ছবি : অরুণ লোধ

যাওয়া আসার পথে পথে

আমরা যাযাবর নাকি, আমাদের ইজ্জত আছে

ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা

'আমরা কি যাযাবর, নাকি বেদে, যে আমাদের ঘরে বাইরের কেউ ঢুকে পড়ে ইজ্জত নেবে? এখানে কেউ ঢুকতে সাহস পায় না, চেয়ারম্যানকে বলেইতো আছি এখানে।' খানিকটা উত্তেজিত হয়েই কথাগুলো বলল মেয়েটি। আর সে যে ঘরটির কথা বললো, সেটি কালো প্লাস্টিকে মোড়া ২ হাত উঁচু, ৬ হাত লম্বা একটা তাঁবু। সেই তাঁবুর মধ্যেই তার সমস্ত ঘরগেরস্থালি। মেয়েটির বয়স ১৫ কি ১৬। নাম বলেছে সাহানা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার পূজালী এলাকায় বড় বটতলায় সেদিন দেখা হয়েছিল সাহানা এবং তার মা মর্জিনা বিবির সঙ্গে। বজবজ স্টেশন থেকে অছিপুরে চিনাম্যানতলা যাওয়ার সময় পিচ রাস্তার পাশে একটা বড় মাঠে দেখেছিলাম, অনেকগুলো কালো প্লাস্টিকে ছাওয়া তাঁবু। কৌতূহলে গাড়ি থেকে নেমেছিলাম। রাস্তার পাশে যে তাঁবুটি, সেই তাঁবুতে বছর ৩৫-এর মর্জিনা বিবি এবং তাঁর পরিবার বসেছিলেন। জানতে চেয়েছিলাম,

– আপনাদের বাড়ি কোথায়?

– হাসনাবাদ, বসিরহাট। মর্জিনার ছোট্ট উত্তর।

– হাসনাবাদ নাকি বসিরহাট? দুটো জায়গাতো আলাদা।

– ওইতো বাদুড়তলা। কিশোরী সাহানা অস্থির হয়ে এই উত্তর দেয়।

বললাম, ঠিক কোন জায়গায় বলুনতো? মর্জিনা হাসতে শুরু করলেন। কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াবার জন্য পিঠ চাপড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে বললেন, 'ও ওইদিকেই'। বুঝতেই পারলাম না, এঁরা ঠিক কোথা থেকে এসেছেন। হয়তো বোঝাতেই চাইলেন না জায়গাটা কোথায়। যাকগে, বললাম,

– কী করেন এখানে?

– আমরা ডুবুরি। কারোর গয়নাগাটি বা দামি কিছু জলে হারালে, ডুবে খুঁজে দেয় আমাদের ঘরের লোকেরা।

– কত টাকা পাওয়া যায়?

– যে যা দেয়, তাই নেওয়া হয়। আপনাদের কিছু হারালেও জানাবেন, আমরা গিয়ে খুঁজে দেব।

– সারাবছর এখানে থাকেন?

– না, না আমরা এখানে ছয় মাস থাকি। বাকিটা ঘরে। আমরা কি যাযাবর নাকি? হাসনাবাদে আমাদের ঘর আছে।

নিজেরা যাযাবর নয়, এটা প্রমাণ করার চেষ্টাটা বারে বারে নানাভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন এঁরা।

'যাযাবর' এর জীবন যাপন করার পরও যাযাবরদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ চোখে পড়ছে।

মর্জিনা এটা বলার পর, সাহানার মনে হল তারা যে যাযাবর নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য আরো কিছু তথ্য দেওয়া দরকার। সাহানা তাঁবুর গায়ে আলতো হেলান দিয়ে বলল, 'আমাদের ভোটার কার্ড আছে, রেশান কার্ড আছে, আধার কার্ডও আছে।' সুন্দরী কিশোরী সাহানা এরপরে আরো নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য মাঠের দিকে হাত বাড়ায়। বলে, 'ওদের যে দেখছ, ওরা বাংলাদেশি। ওদের এসব কিছু নেই।' একটা বিদ্রূপ তার ঠোঁটে-মুখে। ডান হাতে গাছা দুই কাঁচের চুড়ি। বাম হাতটা খালি। গায়ের রঙ ময়লা, কালো-বাদামি ছোপের কামিজ আর আকাশী নীল রঙের শালোয়ার পরা শরীরটায় যৌবন উঁকি মারছে। মাথার চুলটা লাল ফিতেতে জড়ানো। মুখে একটা লক্ষ্মীশ্রী ভাব। গড়নটা মোলায়েম। কথা বলার ধরনটা বেশ মিষ্টি। মাঠের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে সে বলতে থাকে, 'ওরা খুব খারাপ লোক, জান ওরা মড়া পোড়ানো কাঠ নিয়ে রান্না করে। শ্মশান থেকে কাঠ চুরি করে।'

–আর তোমরা কিসে রান্না কর?

–আমরা দোকান থেকে কাঠ কিনি।

–ওরা কী কাজ করে?

– ওরাও ডুবুরি। তবে, আমাদের মতন নয়। আমরা গেলে জিনিস ঠিক খুঁজে দেবই। ওরা সবসময় পারে না।

মর্জিনার সামনে ডাগর চেহারার সাহানা অনেক কথা বলে যায়। আর মর্জিনাকে ঘিরে তাঁর আরো তিনটে বাচ্চা তখন উলঙ্গ হয়ে বসে। দুজনের সামনে জলে ভেজানো খানিকটা মুড়ি। তাঁবুর বাইরে একটা নিবন্ত উনুন। সে আজ জ্বলবে কিনা জানিনা, তবে মনে প্রশ্ন জাগে, সাহানা-মর্জিনারা এখানে নিরাপদ তো? ড্যাবড্যাবে চোখে সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় সাহানাই, যার বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। 'আমাদের কাছে কেউ আসতে সাহস পাবে না।' খানিকটা দুঃসাহসী লাগে তাকে। এই প্রসঙ্গে কথা বলায় তার মন নেই। তার মন দূরে তাঁবুর লোকগুলোর দিকে।

> "ওদের যে দেখছ, ওরা বাংলাদেশি। ওদের এসব কিছু নেই। একটা বিদ্রূপ তার ঠোঁটে-মুখে।"

সাহানা অভিযোগ করতে চায় তাঁবু পেতে থাকা লোকগুলোর বিরুদ্ধে। 'ওদের অনেক কেলেঙ্কারি। ছেলে-মেয়েগুলো ফস্টিনষ্টি করে, অনেকের হাতটান আছে।' মর্জিনা নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে এসব শুনতে থাকেন। খানিকটা নিশ্চিন্তও হন হয়তো, মেয়ে পারবে। অন্যকে দোষী করলে, তবেইতো নিজেকে ভাল প্রমাণ করা যাবে, এই পুরনো নিয়মটা সাহানা রপ্ত করেছে। কল্পনায় দেখতে পাই, মর্জিনা যেন নিজের মেয়েকে কাছে টেনে নেন, বলতে থাকেন, 'বড় ভাবনা ছিল তোকে নিয়ে। এবার বাঁচবি।' খেটে খেটেই মর্জিনার চেহারাটা হাড্ডিসার হয়েছে। খাটো সাইজের ম্যাডম্যাডে কালো শাড়িটা তাঁর পায়ের গোড়ালি ঠেকছে না। ভেতরের লাল সায়াটা বেরিয়ে আসছে। মাথার চুলগুলো বেশ উসকোখুসকো। চুলটা যে লাল ফিতেতে বাঁধা আছে, সেটা পিঠের ওপর ঝুলছে। কিন্তু, তাঁর ভুবন ভোলানো হাসিটায় একটা আবেদন, একটা মোহ দেখতে পাই। সেই আবেদনে আমরা দাঁড়িয়ে, আরো অনেকক্ষণ। সাহানা দাঁড়িয়ে থাকে কালো তাঁবুটার গায়ে। সূর্য অস্ত গিয়ে কখন যেন আঁধার নেমেছে। হুগলী নদীর তীরের লাইটপোষ্টগুলোতে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। মর্জিনা কোলের বাচ্চাটাকে একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর শুইয়ে দেন। সাহানা একটা ছোট কাঁথা ভাইটার গায়ে জড়িয়ে দেয়। শিশুটি অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে।

তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে বেহালা অণুদর্শীর নারী বর্ষ উদযাপন

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিশ্ব নারীদিবস শুধু একটি দিনের নয়। সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী নারী প্রতিদিন লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং অপমানিত হয়েও যে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং হাসিমুখে জীবনের জয়গান গাইছেন তাদের সেলাম জানিয়ে বলি প্রতিটি দিনই নারী দিবস। প্রতি বছর নারীদের বিশেষ করে অখ্যাত, পরিশ্রমী এবং সমাজের একেবারে নীচু স্তর থেকে উঠে আসা মহিলাদের অনুদর্শীর পক্ষ থেকে সম্মান জানিয়ে থাকি। এই বছরে সেই সম্মানে ভূষিত হলেন আবৃত্তি প্র শিক্ষক সিঙ্গল মাদার শ্রীমতী রঞ্জনা মুখার্জি, দীর্ঘদিনের অভিনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিকশা চালক মিঠু পণ্ডিত, রুটি সবজি বিক্রেতা সোমা দেবনাথ এবং বঙ্গনাট্যের অভিনেত্রীদের নিয়ে ফেলোশিপ করা সন্ধ্যা বাড়ুই। এঁদের সকলের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন দলের সদস্য কর্ণধার সুশান্ত চক্রবর্তী, অভিনেত্রী সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায়, মুরারী মুখোপাধ্যায় ও দলের সদস্য রাজা ভট্টাচার্য। ওদের জীবনগাঁথা আমাদের মোহিত করেছে এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছে। স্বামী বিছিন্না রঞ্জনা মুখার্জি একক মা হিসাবে বিভিন্ন কাজ করে সংসার চালিয়ে মেয়েকে শিক্ষিত করেছেন। বর্তমানে তার কন্যা একজন সফল অধ্যাপিকা। এটাই ওনার চরম পাওয়া ও সাফল্যের স্বীকৃতি।

রিকশা চালক মিঠু জানালো কীভাবে তার লরিচালক স্বামী নেশাগ্রস্থ হয়ে কর্মবিমুখ হয়ে গেল। স্বামীর হাতে মারধর খেয়েও মিঠু তাকে একটি ভাড়ার রিকশা ঠিক করে দেয়। কিন্তু সে সেটাও চালায় না। ২ সন্তানকে নিয়ে না খেতে পেয়ে মিঠু স্থির করে সে নিজেই রিকশাটা চালাবে। কিন্তু স্ট্যান্ডের পুরুষ রিকশা চালকরা প্রতিবাদ করে। কারণ কোনও মহিলাকে তারা স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে দেবে না। বিষয়টা কাউন্সিলর পর্যন্ত গড়ায়। যাত্রীরাও কিছুটা ভয়ে তার রিকশায় উঠতো না। কিন্তু মিঠুও দমবার পাত্র নয়, দীর্ঘ লড়াই করে আজ সে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে পুরুষরা তাকে নিজেদের মতো সহকর্মী বলে মনে করেছেন। অভিনেত্রী মমতাদির সদ্য স্বামী বিয়োগ হয়েছে, তার স্বামী ভালো একজন মানুষ ও নাট্যপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু তার রোজগার সামান্যই ছিল। তাই সংসারের হাল ফেরাতে বিশেষ করে মেয়ের পড়াশোনা খরচ চালানোর জন্য তাকে অফিস ক্লাব থিয়েটার শুরু করে অ্যামেচার থিয়েটার করে রোজগার করেছেন। বর্তমানে তার পরিশ্রমের ফসল তার কন্যা আজ স্কুল শিক্ষিকা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত।

সোমা দেবনাথ রুটি সবজি ঘুগনি বিক্রেতা। তার হাতে তৈরি রুটি এলাকায় খুব জনপ্রিয় হয়েছে। তার অতি স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তার বাবার মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বদলে যায়। এতদিনে সে এক পুত্র সন্তানের ‘মা’। একদিন রাতে তাকে সন্তানসহ অত্যাচার করে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। সেই অভিশপ্ত রাতে কোনওরকমে কারও বারান্দায় রাতটুকু কাটিয়ে স্থির করে সে একাই লড়াই চালিয়ে যাবে। সোমা তার গলার সোনার চেনটা বিক্রি করে আনুমানিক ১০ হাজার টাকা পেয়ে একটি টেবিল, গ্যাস স্টোভ ও কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাস্তার ধারে রুটির দোকান দিল। সেখানেও

প্রতিযোগিতা। পথটা সহজ ছিল না। আজ কিন্তু সোমার মুখে চওড়া হাসি। তার ছেলে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রমাণ হল মা–মা’ই তার কোনও বিকল্প হয় না।

এদের প্রত্যেককে সম্মান জানিয়ে অনুদর্শী নিজেই সম্মানিত হল। এরপর শুরু হল এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী কবিতা পাঠ করে শোনালেন সুবোধ ঘোষের ‘সীতা’ পাঠ করলেন মৌসুমী পাল। এরপর দলের সদস্য রাজা ভট্টাচার্য কবিতা কোলাজ আবৃত্তি করলেন।

পরবর্তী অনুষ্ঠান নাটক। প্রথমে মুরারী মুখার্জি একক নাটক পরিবেসন করলেন মহাভারতের কর্ণচরিত্র নিয়ে ‘উপেক্ষিত’। সকলের মন ছুঁয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় একাঙ্কা বা অনুনাটক মহাভারতের অন্যতম চরিত্র দ্রৌপদীকে নিয়ে তৈরি নাটক ‘বিভাজিতা।’ দ্রৌপদীর বিভাজন নিয়ে তৈরি মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। রচনা নির্দেশনা ও অভিনয়ে সুমনা চক্রবর্তী।

এরপর ভাটা থিয়েটার তাদের একক প্রযোজনা ‘প্যাহেচান ঝুটি হ্যায়’ পরিবেশন করলেন। অভিনয় করলেন সংস্থার কর্ণধার রুমা সিংহ।

সবশেষে নৃত্যশ্রী সংস্থার শ্রুতি মুখার্জি নৃত্যনাট্য ‘ক্রমিং দ্য রুবিকন পরিবেশন করলেন। দলের পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহণকারী সংস্থাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সযত্নে সঞ্চালনা করলেন প্রবীন নাট্যকর্মীও নাট্যকার উৎপল চক্রবর্তী। আজকের এই বিশ্বনারী দিবসে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। নারী পুরুষ এই নিয়েই আমাদের সমাজ। নারী যেমন পুরুষকে ভালোবেসেছে পুরুষও হয়ত নারীকে ভালো বেসেছে। কবির ভাষায় পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি অবিনশ্বর অর্ধেকতার করেছে নারী অর্ধেক তার নর। কবির কথাটা শুধুই আমরা পড়েছি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি কি? সমাজে নারী অবদান আজ আর লিখে বোঝাতে হয় না। প্রতিদিনের রোজনামচায় আমরা তা উপলব্ধি করে চলেছি। এহেন নারীকে আমরা কখনও ভুল করেও একজন সতন্ত্র মানুষ বলে বাবতে পেরেছি কি? এই একবিংশ শতাব্দীতেও হয়তো পারিনি। আমাদের এই লজ্জা লুকোনোর কোনও জায়গা নেই। আজও দুর্নীতি চাপা দিতে অভয়া তিলোত্তমাদের ধর্ষিতা হয়ে খুন হতে হয়। অভয়া নির্ভয়া তিলোত্তমারা বিচার পাবে কি? তবে একথা বলতে পারি বিগত ১৪ আগস্ট মাত্র একদিনের আহ্বানে নারী সমাজ যে রাত দখল কর্মসূচি সফল করে দেখালো মনে আশার সঞ্চার হল– বাঙালি প্রতিবাদ ভুলে যায়নি শীত ঘুম থেকে জেগে উঠেছে প্রতিবাদী বাংলা। বিশ্বজনতা দুচোখ ভরে দেখেছে। আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি। সারা রাত জেগে কাটিয়েছি।

জ্ঞান বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হলে প্রতিভা বিকশিত হতে পারে। সরকারি স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে না অজুহাতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকছে তখন সরকারি স্কুলের এ এক ব্যাতিক্রমী পদক্ষেপ ক্ষুদে পড়ুয়াদের নিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান ভাবনা বিষয়ক প্রদর্শনী। শিক্ষা আনে চেতনা, ঘটায় বিপ্লব। শুধুমাত্র পুঁথিগতবিদ্যায় ছাত্রছাত্রীদের আবদ্ধ না রেখে শিশুরা যাতে আনন্দদায়ক শিক্ষার মাধ্যমে হাতে কলমে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই রাজনগর চক্রের তাঁতিপাড়া হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুপ্রেরণায় বুধবার স্থানীয় স্কুল চত্বরে ফুটিয়ে তুলল ক্ষুদেদের জ্ঞানবিজ্ঞান ভাবনা নামে বিজ্ঞান প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অশোক কুমার দে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর শিক্ষা চক্রের প্রতিনিধি নিবেদিতা ঘোষ দে সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবক সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিশুরা অন্যান্য শিশুদের এবং আগত ব্যক্তিদের সাবলীলভাবে বুঝিয়ে বলেন কীভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে হয়, দিনরাত্রি কীভাবে হচ্ছে, বায়ুর চাপ কী, জলীয় বাষ্প কীভাবে হয়, বর্ণের তাপমাত্রা, একবচন–বহুবচন সহ বিভিন্ন বিষয়গুলো। পাশাপাশি প্রদর্শনের বিষয়গুলো হাতে কলমেও দেখিয়ে দেওয়া হয় যেন খুব সহজেই প্রদর্শনী বিষয়ক ধারণাগুলো মনের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকে। প্রদর্শনী ঘিরে অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বভাবতই তাঁতিপাড়া হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ভাবনা আগামীদিনে ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে এবং শিশুদের মধ্যে জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চার বিপ্লব আসবে বলে অভিভাবক সহ উপস্থিত অতিথিদের অভিমত। সেই সঙ্গে এই ধরনের কর্মসূচি শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় নিয়মিত আসার প্রবণতা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চারুকলা শিল্পীদের নিয়ে চারুকলা প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন চারুকলা পর্ষদের সভাপতি যোগেন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন তাপস কোনার, অশোক মল্লিক, চয়ন রায় এবং প্রদীপ মৈত্র এনারা সকলেই পর্ষদের উপদেষ্টা। এছাড়াও ছিলেন লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীচর্চা কেন্দ্রের সচিব কৌস্তব তরফদার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সংস্কৃতি সচিব বাসুদেব ঘোষ, রবীন্দ্র সদনের যুগ্ম তথ্য অধিকর্তা ও প্রশাসন আধিকারিক প্রদীপ কুমার সরকার এবং নির্বাহী আধিকারিক ও রাজ্য চারুকলা পর্ষদের সদস্য সচিব সৌমেন খামরুই। যোগেন চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরা প্রশিক্ষণ দেন এই কর্মশালায়। জেলায় জেলায় চিত্র প্রশিক্ষকদের এই কর্মশালা সাহায্য করবে প্রসার ঘটাতে এমনটাই মত বিশিষ্টদের। হাতে–কলমে শেখানোর সঙ্গে চারুকলা বিষয়ক ইতিহাস এবং চারুকলা নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরা হয়। ছবি : প্রীতম দাস

আজি এ বসন্তে

সাবমেরিন ক্লাবের : গত ১৪ মার্চ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ শহরতলীর কালিনগর সাবমেরিন ক্লাব এবং কালিনগর সাবমেরিন মহিলা সমিতি। সকালে শোভাযাত্রা সহকারে রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। তারপর বিগ্রহের পদযুগলে আবির দিয়ে শুরু হয় বসন্ত উৎসব। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন তন্দ্রা আচার্য, কল্যাণ দাস, শীর্ষা দাস ও সাবমেরিন মহিলা সমিতির মহিলা শিল্পীরা, ব্যান্ডের গানে সকলকে মুগ্ধ করেন আজাহার ও আরো বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। সারাদিনব্যাপী দোল পূর্ণিমার দিন সুন্দর একটি সাফল্যময় অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় সাবমেরিন ক্লাব এবং সাবমেরিন মহিলা সমিতির উদ্যোগে। ঐকতান কালচারাল একাডেমীর নৃত্যানুষ্ঠানও সকলকে মুগ্ধ করে। দুপুরে ছিল সকলের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের জনসাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিকারায়,

বৃন্দাবন থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রেমানন্দ মহারাজ। কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার তরুণ রায় দক্ষতার সঙ্গে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

ঐকতান কালচারাল একাডেমীর: গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ শহরতলীর ডোঙারিয়া তরুণ সংঘের মাঠে ঐক্যতান কালচারাল একাডেমীর উদ্যোগে উদযাপিত হল বসন্ত উৎসব। ডোঙারিয়া স্কুল থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এরপর প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বসন্ত উৎসবের সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সম্পাদক অনিল নস্কর এবং বুড়ুল গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা মণ্ডল। বিশিষ্ট অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের প্রাক্তন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার তরুণ রায়, বজবজ ২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি প্রাক্তন সভাপতি স্বপন কুমার রায়, ক্রীড়াবিদ মানুষ নস্কর, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী কল্যাণ দাস প্রমুখ। ঐকতান কালচারাল একাডেমীর ১০০ জন ছাত্রছাত্রী বসন্ত উৎসবের নানা আঙ্গিকে নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের নৃত্যানুষ্ঠান সকলের মন ভরিয়ে দেয়। অনুষ্ঠান শেষে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একাডেমীর দুই কর্ণধার নৃত্য শিক্ষক এবং শিক্ষিকা সুশান্ত পাল এবং যুথিকা পাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ফুটবল নিয়ে নতুন ছবি ‘গোল’

সিনেমার ভালোমন্দ

দৈবকীনন্দন সিংহ : ফুটবল নিয়ে বাংলা ছবির কথা উঠলেই প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনীত ‘ধন্যি মেয়ে’ ছবির কথা। ছবির মূল কেন্দ্রে রয়েছে ফুটবল খেলা। স্বভাবতই মনে পড়ে মানু সেন পরিচালিত ‘মোহনবাগানের মেয়ে’ ছবির কথা। যেখানে উৎপল দত্ত, দীপঙ্কর দে, রাজশ্রী বসু প্রধান ভূমিকাগুলিতে রয়েছেন। এছাড়াও ফুটবল নিয়ে ছবি হয়েছে ‘সাহেব’, ‘গো ফর গোলস’, ‘ইস্টবেঙ্গলের ছেলে’, ‘এগারো’, ‘গোলন্দাজ’ প্রভৃতি ছবিগুলি। ফুটবল খেলার প্রসঙ্গ এসেছে ‘সপ্তপদী’ ছবিতে এবং ‘ওরা থাকে ওধারে’ ছবিতেও। এইভাবে বিচ্ছিন্নভাবে ফুটবলের কিছু না কিছু অংশ আমরা দেখেছি বিভিন্ন বাংলা ছবিতে।

সেই ধারায় নতুন ছবি এলো ‘গোল’ ফুটবলকে কেন্দ্র করে। অঙ্কিত নামের এক কিশোরের দুচোখ ভরা স্বপ্নে রয়েছে বড় ফুটবলার হওয়ার এবং সেই জন্য সে নিজের জীবনকেও বাজি রেখেছে। তার কাছে পড়াশোনা বা অন্য কিছুই আকর্ষণীয় নয়। তার আকর্ষণের মূল কেন্দ্রেই রয়েছে ফুটবল। বাবা মার একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা–মার সঙ্গে নিত্য ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে এই অঙ্কিত।

যদিও অঙ্কিতকে খেলাধুলায় ভীষণভাবে সাহায্য করে অঙ্কিতের ঠাকুরদা। কিন্তু পড়াশোনা না করলে চলবেই বা কেন? এই মা যেদিন সন্তানকে ভৎর্সনা করে বলেন যে পেলে, মেসি, মারাদোনা তার ছেলে কি হবে? তখন ছেলে তার উত্তরে জানিয়েছিল যে মা এইসব খেলোয়াড়দের নাম জানেন, হয়তো দেশের নাম জানেন, কিন্তু এই সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম কি মা জানেন? অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানরা স্বদেশেই পূজ্য, কিন্তু যে কোন খেলোয়াড়, লেখক, গায়ক, শিল্পী এনারা সারা বিশ্বজুড়েই বন্দিত হয়ে থাকেন। ছেলেটি ফুটবল একাডেমীর প্রসঙ্গ তোলে। বোঝা যায় ছেলেটির সবকিছু জুড়েই আছে ফুটবল। এমন এক আকর্ষণীয় গল্প নিয়েই ছবি এলো গোল।

কাহিনিকার জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন রাজ মুখোপাধ্যায়। বাঙালির কাছে ফুটবল যেমন আকর্ষণীয়, ঠিক সেভাবেই সারা ছবি জুড়েই কিন্তু একটা বাঙালিয়ানা রয়ে গেছে। এমনকী টাইটেল কার্ডগুলো খুব স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। অঙ্কিত চরিত্রের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে নবাগত জনকে।। তার নিষ্পাপ সরল মুখটি দর্শকদের আকর্ষণ করে। এমনকী তার অভিনয়ও সপ্রতিভ। বিশ্বনাথ বসু এবং ইন্দ্রানী দত্ত প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু বাবা–মার চরিত্রে তাঁদেরকে মানানসই বলে মনে হয়নি। বিশেষ করে যে দাপট অঙ্কিতের বাবার চরিত্রে অভিপ্রেত ছিল সেটি বিশ্বনাথ বসুর মধ্যে পাওয়া যায়নি। ইন্দ্রানী দত্তকে অত্যন্ত বয়স্ক লেগেছে। আরেক শিল্পী যিনি ফুটবলপ্রেমিক, পোস্ট অফিসের চাকরির সুবাদে ফুটবলে মন দিতে পারেননি, সেই চরিত্রের শিল্পীর অভিনয়ও অত্যন্ত বিরক্তিকর। দাদুর চরিত্রে সমীর বিশ্বাসের অভিনয় যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এই ছবির আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হল গান। দেবজিতের সুরে এই ছবিতে গানগুলি গেয়েছেন রূপঙ্কর বাগচী এবং জয়তি চক্রবর্তী। দুটি গানই অত্যন্ত সুখশ্রাব্য।

কাটোয়ায় সাংবাদিক স্মরণ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার বরণীয় সাংবাদিকদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন দীপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তার হাত ধরে কাটোয়া থেকে সাড়ে চার দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হত পাক্ষিক সংবাদপত্র ‘ধুলামন্দির’। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রবীণ এই সাংবাদিকের মৃত্যুর পর ধুলামন্দির পত্রিকার হাল ধরেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র পুষ্পেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ মার্চ কাটোয়া শহরে একটি অনুষ্ঠান ভবনে ধুলামন্দির পত্রিকা গোষ্ঠী প্রয়াত সাংবাদিকের স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ওই অনুষ্ঠানে দীপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ গ্রন্থ ‘প্রণমি তোমায়’ মোড়ক উন্মোচন সহ গুণীজন সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য মানুষের পাশাপাশি বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা, শহরের জনদরদী শল্য চিকিৎসক তথা কবি গোবিন্দরাম মান্না প্রমুখ। আদিত্য সিংহের সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছিল।

প্রকাশিত সুন্দরবনের কাব্য ‘কবিতায় সুন্দরবন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ১১২ জন কবি ও ছড়াকারের কবিতা ও ছড়ায় একত্রিত ‘কবিতায় সুন্দরবন’ প্রকাশিত হল ১৬ মার্চ। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক সমাজসেবী অমল নায়েক সম্পাদিত ১২৮ পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে। বৃক্ষ বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে উপস্থিত কবি, ছড়াকাররা কথায়, কেউ গানে, কেউ কবিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান মঞ্চে সুন্দরবনকে প্রস্ফুটিত করে তোলেন।

‘কবিতায় সুন্দরবন’ কাব্যের ভূমিকা লিখেছেন কবি বিশ্বজিত মিত্র। সুন্দরবনের কবি অমল নায়েক প্রকাশিত কাব্য প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ‘শুধুমাত্র কবিতা ও ছড়ার মাধ্যমে সুন্দরবনের বাস্তব চিত্র যে তুলে ধরা যায়, সেটা

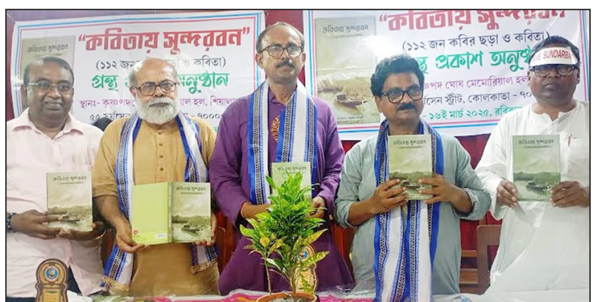

প্রমাণিত ‘কবিতায় সুন্দরবন’ কাব্য।

কবিতা ও ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি, জোয়ার–ভাটা, বাদাবন, বন্যপ্রাণ, জীববৈচিত্র, বাঘে–মানুষে লড়াই, বাঘ–বিধবা মা, মৎস্যজীবি, মৌলেদের জীবন, বনবিবি, দক্ষিণরায়, নদীর মাছ, বনের মধু, পাখি, নদীর চর, নদী ভাঙন, দ্বীপ বাসীর জীবন যন্ত্রণা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তেভাগার জন্য চাষীর মরণপণ লড়াই, নদী দূষণ, পর্যটন, প্রকৃতি নিধন, পরিবেশ নিয়ে কবিরা যেভাবে সুন্দরবনকে ছড়া ও কবিতায় বর্ণনা করেছেন তা অনন্য অসাধারণ অনবদ্য। তাছাড়া বিগত দিনে মিলিতভাবে ১১২ জন কবির কবিতা গুচ্ছ দিয়ে কোন কাব্য প্রকাশিত হয়নি। যা সুন্দরবনের বুকে বিরলতম ইতিহাসের সাক্ষী বহন করবে ‘কবিতায় সুন্দরবন’ কাব্য।

এথনিক বুটিকের নারী সম্মান

সোমনাথ পাল : নারী দিবসে অসামান্য মহিলাদের কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে শহরের এক পাঁচ তারা হোটেলে এথনিক বুটিক আয়োজন

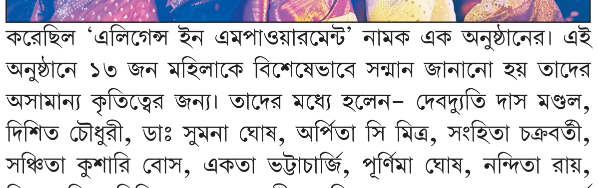

করেছিল ‘এলিগেন্স ইন এমপাওয়ারমেন্ট’ নামক এক অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠানে ১৩ জন মহিলাকে বিশেষেভাবে সম্মান জানানো হয় তাদের অসামান্য কৃতিত্বের জন্য। তাদের মধ্যে হলেন– দেবদ্যুতি দাস মণ্ডল, দিশিত চৌধুরী, ডাঃ সুমনা ঘোষ, অর্পিতা সি মিত্র, সংহিতা চক্রবর্তী, সঞ্চিতা কুশারি বোস, একতা ভট্টাচার্জি, পূর্ণিমা ঘোষ, নন্দিতা রায়, বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী, তানিয়া সান্যাল, সোমলতা আচার্য চৌধুরী এবং মধুরা পালিত। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল র‍্যাম্প শো, যেখানে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী সৌরসেনি মিত্র।

নস্করপুরে হোলির মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : বসন্ত উৎসব ও হোলির মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১৪০ বছর ধরে হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর গ্রামে। কথিত আছে একদা এই গ্রামে মহামারী দেখা দেয় বহু মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। সেই সময় এই মহামারী থেকে বাঁচতে গ্রামের প্রবীণরা গ্রামের সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি স্থাপন করে পূজাপাঠ চালু করে। সেই থেকে আজও স্বগৌরবে পালিত হয়ে আসছে এই উৎসব। সুবিশাল আটচালার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি একাদশীর দিন স্থাপন করা হয়। ত্রয়োদশীর দিন হয় ব্রম্ভাপুজো আর দোল পূর্ণিমার দিন প্রভুর ধুলোটের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় ও দোল। পূর্ণিমার পরেরদিন প্রভুর ভোগ সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এখানে প্রতিদিন প্রভুর প্রভাতী নাম সংকীর্তন ও আরতি হয়। সকল গ্রামবাসী ও সকল সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ এই মেলা সকলের মুখে মুখে। এই মেলায় বহু ভক্ত সমাবেশ ঘটে।

নারী দিবসে ‘তুমি অনন্যা’

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গত ৪ মার্চ বিশ্ব বাংলা নারী সম্মান ‘তুমি অনন্যা ২০২৫’ সম্মান তুলে দেওয়া বাংলার বিশিষ্ট কয়েকজন গুনী মহিলাকে। এই সমস্ত মহিলাদের সমাজের অগ্রণী ভূমিকা প্রদানের জন্য এই সম্মান প্রদান করা হয়। যেমন উল্লেখযোগ্য মুখ হয়ে বারবার এই বাংলার মাটিতে তার সৃষ্টির ডানা তিনি মেলে ধরেছেন খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার, অভিনেত্রী কবি শিল্পভারতী ড. দীপশ্রী পাল। উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষিকা হয়েও তিনি যেমন সযত্নে শিক্ষার্থীদের স্বযত্নে শিক্ষা দেন। পাশাপাশি সঙ্গীতের নিরলস চর্চার সঙ্গে একটি নয় ২ টি গানের বই লিখেছেন। এতকিছুর মধ্যেও দীপশ্রী তার সংসারটি সাজিয়ে নিয়েছেন নিজের গানের ভাবনাকে সঙ্গী করে। এজন্য অল বেঙ্গল রিপোর্টার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠতর এই সম্মান তুলে দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার। বেঙ্গল টিভির পক্ষ থেকে সম্পাদক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, অল বেঙ্গল রিপোর্টার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক সরোজ চক্রবর্তী, কৃষি বিশেষজ্ঞ তাপস মাইতি অন্যান্য মহিলা সম্মান প্রাপকদের সঙ্গে সংগীতভারতী দীপশ্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পিসিএআইয়ের সাংস্কৃতিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: পিসিএআই (প্রগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া)–র উদ্যোগে ১৫ থেকে ১৭ মার্চ ৩ দিনের এক সর্বভারতীয় কর্মশালা হল জয়নগরে। এই কর্মশালায় এদেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু শিল্পীরা অংশ নেন। শেষদিনে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা ২০০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

এই উপলক্ষে আঁকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শিল্পীরা তাদের শিল্প পরিচিতি তুলে ধরেন এদিনের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

আইএসএলে একাধিক নজির, এই প্রথম সাক্ষী থাকল ফুটবলপ্রেমীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ মরশুমে এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে যা লিগের ইতিহাসে প্রথম। এ রকম অনেকগুলি ঘটনাই ঘটিয়েছে লিগশিল্ড জয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

◆সবুজ-মেরুন নজির-বাগান!

প্রথমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কথাতেই আসা যাক। এবারের লিগে ৫৬ পয়েন্ট অর্জন করে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছে সবুজ-মেরুন বাহিনী। আর কোনও আইএসএল মরশুমে ৫০ পয়েন্টের বেশি কোনও দল এর আগে অর্জন করতে পারেনি। এই ব্যাপারে কলকাতার দলই প্রথম।

মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ঝুলিতে এমন বেনজির ঘটনা আরও আছে। ২০২৫-এর ২১ জানুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে ছ'টি ম্যাচ খেলেছে গতবারের লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা, তার একটিতেও কোনও গোল খায়নি। টানা ছ'টি ম্যাচে নিজেদের গোল অক্ষত রাখতে পেরেছে, যা আইএসএলের ইতিহাসে প্রথম।এ বারের লিগ পর্বে তাদের ডিফেন্ডাররা ১৪টি গোল করেছেন। এর আগে আইএসএলের এক মরশুমে কোনও দলের ডিফেন্ডাররা দশের বেশি গোল করতে পারেননি। যা করে দেখালেন বাগান-বাহিনীর রক্ষণপ্রহরীরা। দলের অধিনায়ক ও ডিফেন্ডার শুভাশিস বোস এ বার একাই ৬টি গোল করেছেন। এর আগে লিগে কোনও ডিফেন্ডার পাঁচের বেশি গোল করতে পারেননি।

গত ১ ফেব্রুয়ারি মহমেডান এসসি-র বিরুদ্ধে কোনও গোল না খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫০তম আইএসএল ম্যাচে ক্লিন শিট রাখেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের গোলকিপার বিশাল কয়েথ। এই প্রথম আইএসএলে কোনও গোলকিপার এই মাইলফলক প্রতিষ্ঠা করলেন।

◆সাগরপাড়ের দুই দলের কীর্তি!

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পরপর দু'দিনে, ৬ ও ৭ তারিখে, আইএসএলের দু'টি নতুন মাইলফলক প্রতিষ্ঠা করে আরব সাগরপাড়ের দুই দল মুম্বই সিটি এফসি ও এফসি গোয়া। ৬ ফেব্রুয়ারি এফসি গোয়া ২-১-এ ওড়িশা এফসি-কে হারিয়ে ঘরের মাঠে ৫০ তম জয় অর্জন করে, যা লিগের ইতিহাসে প্রথম। এখন পর্যন্ত তাদের হোম-উইন-এর সংখ্যা ৫২। গোয়ার দলের এই কীর্তির পরের দিন মুম্বই সিটি এফসি-ও আর একটি নয়া কীর্তি স্থাপন করে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ২-০-য় হারিয়ে। সেটি ছিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগে তাদের শততম জয়, যা আর কোনও দল এখনও অর্জন করে উঠতে পারেনি।

এ পর্যন্ত মুম্বইয়ের জয়ের সংখ্যা ১০১। তবে এই নজির ভাঙার দৌড়ে রয়েছে এফসি গোয়া। তারা এ পর্যন্ত ৯৮টি ম্যাচে জিতেছে। এই তালিকায় তিন নম্বরে থাকা বেঙ্গালুরু এফসি অবশ্য অনেক দূরে রয়েছে। তারা জিতেছে ৭৭টি ম্যাচ। পরের তিনটি স্থানে রয়েছে চেন্নাইন এফসি (৭১), কেরালা ব্লাস্টার্স (৬৯) ও মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট (৬৮)।

◆গোলমেশিন

সবার আগে যে ঘটনার কথা বলতেই হবে, তার নায়ক নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র মরক্কান ফরোয়ার্ড আলাদিন আজারেই। যিনি এ মরশুমে ২৩ গোল করে ইতিমধ্যেই এক নয়া নজির গড়ে ফেলেছেন। তিনিই প্রথম এক মরশুমে ২০-র বেশি গোল করেছেন। শুধু এতগুলি গোল করা নয়, গোল করে ও করিয়ে দলের ৩০টি গোলে অবদান রেখেছেন তিনি, যা আইএসএলের ইতিহাসে প্রথম। একই মরশুমে ২৫টির বেশি গোল অবদান এর আগে কেউ রাখতে পারেননি।

◆হ্যাটট্রিকের নায়ক চল্লিশোর্ধ

আইএসএলের নতুন নায়কের পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলে সর্বকালের অন্যতম সেরা নায়কের কথায় আসি। তিনি সুনীল ছেত্রী। যিনি এ বার এখন পর্যন্ত ১২টি গোল করে ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোরারের স্থান অর্জন করেছেন। গত ৭ ডিসেম্বর কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে গোলের হ্যাটট্রিক করে এক নয়া নজির গড়েন সুনীল। আইএসএলে ৪০ বছরের বেশি বয়সী ফুটবলারদের মধ্যে শুধু তিনিই হ্যাটট্রিক করেছেন। সেই ম্যাচের দিন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর ১২৬ দিন।

◆বেঙ্গালুরুর বেনজির দুর্গরক্ষা

চলতি মরশুমে বেঙ্গালুরু এফসি প্রথম গোল খায় ৪৯৪ মিনিট খেলার পর, যা লিগের এক সর্বকালীন রেকর্ড। এর আগে কোনও দল মরশুমের শুরু থেকে আইএসএলে ৪০০ মিনিটের বেশি নিজেদের গোল অক্ষত রাখতে পারেনি। এই ব্যাপারে বেঙ্গালুরু এফসি-ই পথিকৃৎ।

◆দুই তারকার নয়া নজির

সব শেষে দুই ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের প্রসঙ্গে আসা যাক। চেন্নাইন এফসি-র স্কটিশ ফরোয়ার্ড কোনর শিল্ডস এ বারের লিগে মোট ৭৬টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন, যা এই প্রথম। এর আগে একই মরশুমে ৭০-এর বেশি গোলের সুযোগ কেউ তৈরি করতে পারেননি। অপরজন এফসি গোয়ার গোলকিপার আলবিনো গোমস, যিনি এই মরশুমে যে চারবার পেনাল্টি কিকের মুখে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিবারই তা সেভ করেছেন। এর আগে কোনও গোলকিপার এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি।

প্রত্যাবর্তনেই গোল, সুনীল মাঠে নামতেই জয়ের সরণীতে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্যালারিতে লেখা, ওয়েলকাম ব্যাক। বলাই বাহুল্য, তা ছিল শুধুমাত্র সুনীল ছেত্রীর জন্য। তিনি অবসর ভেঙে এলেন, খেললেন, গোল করলেন আর দলকে জয়ের সরণীতেও নিয়ে গেলেন। শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে অবশেষে জয়ের মুখ দেখলেন মানোলো মার্কেজ। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়ে ৩-০ গোলে হারাল ভারত। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের আগে প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে বুধবারের ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন লিস্টন কোলাসোরা। বয়স ৪০ ছুঁলেও তিনি যে সত্যিই ভারতের অন্যতম গোলমেশিন, তা মাঠে নেমে আরও একবার প্রমাণ করলেন বেঙ্গালুরুর স্ট্রাইকার সুনীল ছেত্রী। ২০২৪ সালের ৬ জুন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। এরপরই ভারতীয় দলে গোল করার অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। আইএসএলে সুনীল ছেত্রীর ফর্ম দেখে তাঁকে ফের অবসর ভেঙে ফেরার কথা জানান মানোলো মার্কেজ। তিনি যে এখনও কতটা কার্যকরী তা বোঝালেন।

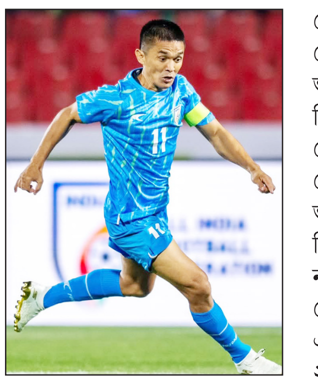

ভারতের হয়ে অভিষেক ম্যাচে গোল করেছিলেন সুনীল। আবার অবসর ভেঙে ফেরার ম্যাচেও গোল পেলেন। এই নিয়ে ৯৫ গোল হল তাঁর। মনে করা হচ্ছিল, পুরো ম্যাচে হয়তো খেলবেন না সুনীল। কিন্তু ৮৩ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন তিনি। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের দরজা খোলেন রাহুল ভেকে। ৩৪ মিনিটে তাঁর শটেই এগিয়ে যায় ভারত। প্রথমার্ধে শেষ হয় ১-০ গোলেই। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ম্যাচের ৬৬ মিনিটে লিস্টন কোলাসো মহেশের পাস থেকে হেডে জালে বল জড়িয়ে দেন। আর ৭৬ মিনিটে গ্যালারি আনন্দে ভাসিয়ে দেন সুনীল ছেত্রী। লিস্টনের সেন্টার থেকে দুরন্ত হেডে সোজা গোলে বল জড়িয়ে দেন অবসর ভেঙে ফেরা কিংবদন্তি ফুটবলার। বিশ্বের ১৬২ নম্বর মালদ্বীপকে হারিয়ে জয়ে ফেরায় স্বস্তি ভারতের। তবে কাজ এখনও শেষ হয়নি। আসল লক্ষ্য ২৫ মার্চ এই স্টেডিয়ামেই এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে বাংলাদেশকে হারানো। হামজা বনাম সুনীলের লড়াই নিয়ে ফুটছে এপার-ওপার। সুনীল থাকলে সব সম্ভব বলেই বিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা।

টুকরো

কিংবদন্তিদের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ মার্চ ব্রাজিল লেজেন্ড দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে ইন্ডিয়া অল স্টার দল। ব্রাজিল শিবিরে যেমন থাকছেন রোনাল্ডিনহো, রিভালডো, কাকা, লুসিওর মতো বিশ্বকাপজয়ী তারকারা। তেমন ভারতীয় ব্রিগেডে থাকছেন মেহতাব হোসেনের মতো ভারতীয় ফুটবলের চেনা মুখরা। ইন্ডিয়া অল স্টার দলের কোচ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রশান্ত ব্যানার্জিকে।

নজরে সুপার কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুপার কাপ নিয়ে কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াদুর সঙ্গে বৈঠকে বসলেন সাদা কালো কর্তারা। আইএসএলে সবার নিচে শেষ করার পর এবার অন্তত সুপার কাপে ভালো পারফরমেন্স করে দেখাতে চাইছে সাদা কালো। প্রথম ম্যাচেই কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পড়ে গেছে মহমেডান, রাউন্ড অফ সিক্সটিনে তাঁদের প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেড, যারা এবারের আইএসএলে সাদা কালো ব্রিগেডকে হারিয়ে গেছে।

প্রতিভার খোঁজে

৩৫-এও মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে সোনার পদক

মলয় সুর: হুগলি তারকেশ্বরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বটতলার বছর ৩৫-এর বুল্টিদেবীর আজও নেশা দৌড়ানো। ৮ মার্চ নারী দিবসের দিন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অ্যাথলিট বুল্টি রায় ব্যাঙ্গালোরে সাই কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে ন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে ৩টি সোনা ১টি রূপো জিতেছে। ১০০ মিটার হার্ডলসে ও ৪০০ রিলেতেও প্রথম, ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বাড়িতে তার মেডেল, শংসাপত্রের সমাহার। তার স্বামী সন্তোষ রায় ফলের ব্যবসা করে। তাদের ছেলে শিবশংকর রায় সপ্তম শ্রেণীতে

ও মেয়ে বিন্দিয়া অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে। বর্তমানে বুল্টি সংসার টানতে সিঙ্গুর থানায় অস্থায়ী হোম গার্ড পদে নিযুক্ত আছেন।

কালনায় যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কালনা শহরে বসেছিল সারা বাংলা আমন্ত্রণমূলক যোগাসন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৯ মার্চ কালনা কলেজে বেদান্ত যোগ পীঠের পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিভিন্ন বয়সী ৪৫০-এর বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। ১২-১৬ বছর বয়সী পুরুষ বিভাগে অংশগ্রহণকারী কাটোয়ার অভীক দত্ত তার অভাবনীয় পারফরম্যান্সে সকলকে চমকে দেয়। কাটোয়া শহরের নিশানতলার বাসিন্দা এবং কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়া অভীক দত্ত উল্লিখিত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের মাধ্যমে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে।

মহমেডানকে হারিয়ে পি সেন ট্রফি জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলে যখন খেতাব অধরা, তখন ক্রিকেটে ট্রফি জয় করল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার আমন্ত্রণমূলক পি সেন ক্রিকেট ট্রফি জিতল লাল হলুদ। ফাইনালে সাদা কালো ব্রিগেডকে ১৭৭ রানে হারিয়ে খেতাব জয় করল লাল হলুদ। বুধবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি মাঠে পি সেন ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল তোলে ৩৩৯ রান। এই ম্যাচে লাল হলুদের হয়ে দুরন্ত

সেঞ্চুরি করেন সন্দীপন দাস। ১১৭ বল খেলে তাঁর রান ১০৯। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ৭৬ রানে অপরাজিত থাকেন অগ্নিভ দাস। ৬৫ রান করেন আমিতোজ সিং। বিশাল এই রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে মহমেডান স্পোর্টিং ২৯.৩ ওভারে গুটিয়ে যায় ১৬২ রানেই। মহমেডানের হয়ে সর্বাধিক ৪৭ রান করেন ললিত যাদব। বল হাতে লাল হলুদের হয়ে সর্বাধিক দুটি করে উইকেট নেন সুমিত কুমার ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। ম্যাচের সেরাও নির্বাচিত হন ইস্টবেঙ্গলের সন্দীপন দাস। ট্রফি জয়ের পরই বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার, সচিব রূপক সাহা সহ অন্যান্য কর্তা ও সমর্থকরা।

বাংলার প্রথম আম্পায়ার হিসেবে আইপিএলে চন্দননগরের অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে অতীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবার পদোন্নতি হয়ে অন-ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে আইপিএলে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব সামলাবেন বাংলার অভিজিৎ ভট্টাচার্য। তাই আইপিএলে তাঁকে নবাগত বলতে চান না চন্দননগরের ছেলে অভিজিৎ নিজেই। তবে বাংলার প্রথম আম্পায়ার হিসেবে তিনি যে ইতিহাস গড়তে চলেছেন সেটা নিশ্চিত। স্বাভাবিকভাবেই খুশি অভিজিৎ। শহর ছাড়ার আগে নানাবিধ ব্যস্ততার ফাঁকেও অভিজিৎ বলেন, 'আইপিএলে আম্পায়ারিং করা মানে সেরাদের বৃত্তে রয়েছি এটা বোঝা যায়। একটা তৃপ্তিও দেয়।' এবার বাংলা থেকে সুযোগ পাওয়া তাঁকে আরও চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করাল বলে মনে করেন তিনি। অভিজিৎ দুবছর আগে আইপিএলে চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করার কথা জনান। সেটাও বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল তাঁর কাছে। এ প্রসঙ্গে গতবছর ডব্লিউপিএলে আম্পায়ারিংয়ের কথাও উঠে আসে। অভিজিৎ জানান, এবার খাতায়-কলমে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জিং ম্যাচ রয়েছে তাঁর। সেই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তিনি তৈরি মনে হওয়ার কারণেই গুরুদায়িত্ব হয়তো দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। চতুর্থ আম্পায়ারের চেয়ার ছেড়ে এবার উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ম্যাচ পরিচালনার কতটা তফাৎ? অভিজিৎ জানান, ২০২৩ সালে ৯টি ম্যাচে চতুর্থ আম্পায়ার ছিলেন। এবছর ছটি ফিল্ড আম্পায়ারিং, পাঁচটি চতুর্থ আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্ব সামলাতে হবে তাঁকে। কথায়-কথায় প্রথম পুরুষ আম্পায়ার হিসেবে ডব্লিউপিএলের ফাইনাল ম্যাচ পরিচালনা করার কথা মনে করিয়ে দেন আইপিএলে ইতিহাস গড়তে চলা বাঙালি আম্পায়ার। শেখর চৌধুরী, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়,

ফ্র্যান্সিস গোমস, অলোক ভট্টাচার্য, সুব্রত পোড়েলের মত আম্পায়াররা বাংলা থেকে টেস্ট ম্যাচ এবং একদিনের ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। তাদের উত্তরসূরি হিসেবে অভিজিৎ এবার আইপিএলের মঞ্চে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব চন্দননগরের ছেলেকে উত্তেজিত করলেও একটা মানসিক খচখচানি রয়েছে। অভিজিতের কথায়, 'আইপিএলে ম্যাচ পরিচালনা নিশ্চয়ই গর্বের। আমি আগেও বলেছি ট্র্যাডিশনাল ম্যাচ যার প্রচার বিশেষ নেই যেমন-দলীপ ট্রফি, দেওধর ট্রফি, রঞ্জি ট্রফির নকআউট ম্যাচ আমার কাছে অনেক দামি। আমি এই ম্যাচগুলোও করেছি। গতবছর দেওধর ট্রফির ম্যাচ, এবছর দলীপ ট্রফির ম্যাচ করেছি। রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল করেছি। চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আমি করেছি। এই ম্যাচগুলো পরিচালনা কম তৃপ্তির নয়। এই অভিজ্ঞতা অবশ্যই কাজে লাগবে।' বিদেশি ক্রিকেটারদের সামলানোরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। ইংল্যান্ড-এ দলের সঙ্গে টেস্ট এবং অস্ট্রেলিয়া যুব দলের সঙ্গে ম্যাচ পরিচালনার অভিজ্ঞতা সাহায্য করবে বলে মনে করেন তিনি। সেইসব ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স যে কাজে এসেছে, তা আইপিএলে মাঠে নেমে পরিচালনার ডাকে বুঝতে পারছেন। সাইমন টাফল এবং আলিম দারের ম্যাচ পরিচালনা পছন্দের। তবে কোনও ভুল করলে থমকে যান না। এক্ষেত্রে আলিম দারের আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিয়ে আগের ভুল শুধরে নেওয়ার মন্ত্রই পাথেয় তাঁর। সবমিলিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগে ম্যাচ পরিচালকের ভূমিকায় নামার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন চন্দননগরের ভট্টাচার্য বাড়ির ছেলে।

আতশ কাচে

রেফারির ক্লাস

পথ চলা শুরু হল আইএফএর রেফারি অ্যাকাডেমির। আইএফএ অফিসে এই অ্যাকাডেমির ক্লাস শুরু হল। ১০ জন শিক্ষার্থীকে রেফারিংয়ের পাঠ দেন বিশিষ্ট রেফারিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএর যুগ্ম সহ সচিব মহম্মদ জামাল ও সুদেষ্ণা মুখার্জী, কলকাতা রেফারি সংস্থার সভাপতি ভোলানাথ দত্ত, প্রদীপ নাগ, সুব্রত সরকার, সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, অনামিকা সেন, দেবাশিস মিশ্রের মতো বিশিষ্ট রেফারিরা।

২ ক্লাবের অবনমন

অবনমনের আওতায় পড়ে প্রিমিয়ার ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে নেমে গেল ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব ও টালিগঞ্জ অগ্রগামী। আইএফএ প্রিমিয়ার ও প্রথম ডিভিশন লিগ কমিটির সভায় প্রিমিয়ারের রেলিগেশন রাউন্ডের লিগ টেবিল অনুমোদিত হয়। এই সভায় লিগ কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি দিলীপ নারায়ণ সাহা, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, সুদেষ্ণা মুখার্জী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি।

ফুটসল চ্যাম্পিয়ন

সদ্য সমাপ্ত আইএফএ ফুটসল ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে সেরার খেতাব জিতেছে ভবানীপুর এফসি। এবার তারা জাতীয় স্তরের ফুটসল টুর্নামেন্টে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবে। বৃহস্পতিবার আইএফএ অফিসে আইএফএ ফুটসল কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে ফুটসল কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সহ সভাপতি দিলীপ নারায়ণ সাহা ও সিইও পুষ্পার্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়।

মোহনবাগান পঞ্চম

দর্শক সংখ্যার বিচারে এশিয়ার মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। আইএসএলের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ১২টি হোম ম্যাচে মোহনবাগানের মোট ৪,২৮,৯৩৩ জন খেলা দেখতে মাঠে এসেছেন। অর্থাৎ প্রতি ম্যাচে ৩৫,৭৪৪ জন। এশিয়ার নিরিখে পঞ্চম স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। ইরানের ক্লাব পার্সেপোলিস সবার আগে। দর্শকসংখ্যার বিচারে আইএসএলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে যতই লাল-হলুদ নবম স্থানে শেষ করুক, খেলা দেখতে অনেক সমর্থকই এসেছেন (২,২১,১৬৯)।

মিলল না অনুমতি

রামনবমীর কারণে আগামী ৬ এপ্রিল ইডেনে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। পিছিয়ে যেতে পারে ম্যাচ। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় জানান, দু'বার কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বৈঠক হলেও ৬ এপ্রিল খেলায় প্রশাসন সবুজ সংকেত দেয়নি। গতবছরও একই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এবারও জানানো হয়েছে বিসিসিআইকে।

বিশেষ ট্রেন

আইপিএলের ম্যাচের কথা মাথায় রেখে হাওড়া বিভাগে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাওড়া বিভাগের ৩৭২৯১ নম্বর হাওড়া-ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল ট্রেনটির সময়সূচি নির্ধারিত সময়ের থেকে ১০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, ম্যাচের দিনগুলিতে এই ট্রেনটি রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়বে। এই বিশেষ ব্যবস্থা ২২ মার্চ ছাড়াও ৩ এপ্রিল, ২১ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল, ৭ মে, ২৩ মে ও ২৫ মে-তেও থাকছে বলে পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

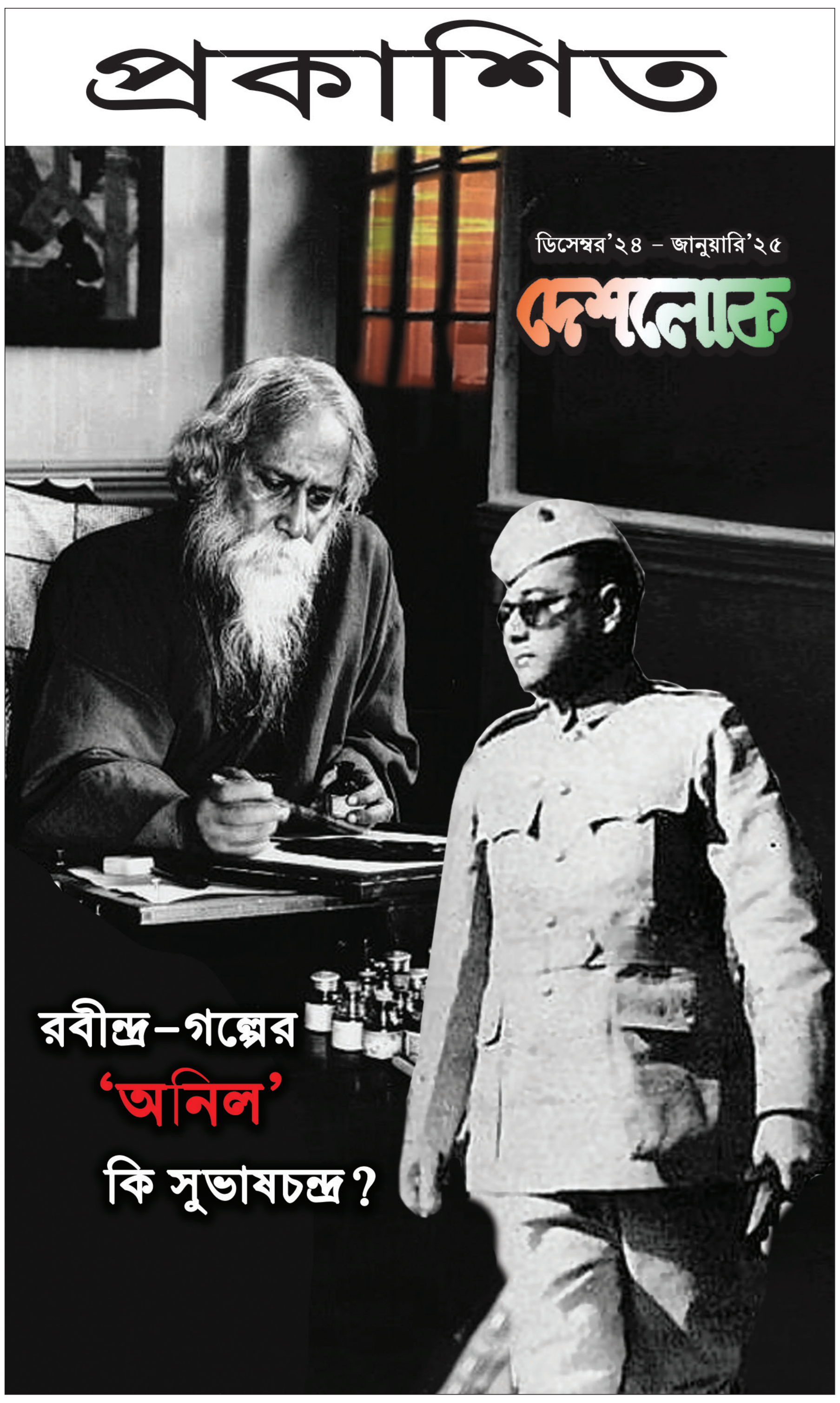

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com